Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/71	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1278b.s. (1871)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Baptist Mission Press
Author/ Editor:	Rangalal Bandyopadhyay	Size:	10x17cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Padmini Upakhyan	Remarks:	"Padmini: a Tale of Rajasthan": Epic literature. 3rd reprint.

PADMINI,

A TALE OF

RAJASTHAN

পদ্মিনী উপাখ্যান।

রাজস্থানীয় ইতিহাস বিশেষ।

শ্রীযুত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

বিবিধ ছন্দোবন্ধে বিরচিত।

কলিকাতা।

ব্যাপ্টিষ্ট মিশন্ যন্ত্রে তৃতীয় বার মুদ্রাঙ্কিত হইল।

বঙ্গাব্দঃ ১২৭৮।

মঙ্গলাচরণ।

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদনমিদং।

মহাশয় আমার প্রতি বাল্যকালাবধি অকৃত্রিম স্নেহ-সহকারে যে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই উৎসাহ-তরু-সমাশ্রিত শ্রদ্ধালতাজাত সামান্য উপহারস্বরূপ এই কাব্যকুসুম ভবদীয় শ্রীচরণকমলান্তরালে সমর্পিত করিলাম।

অনুগৃহীত ভৃত্য

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

খিদির পুর।
১৯ শে আষাঢ় বঙ্গাব্দাঃ ১২৬৫

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

পদ্মিনী তৃতীয় বার প্রকটিত হইল। অনুগ্রাহক-গ্রাহব দিগের অনুরোধ-মতে আমি ইহার সহজ সহচরী শৈবাল বল্লরীকে কিঞ্চিৎ অপসারিত করিলাম,—সুতরাং তাহাত যে কিছু দোষ বা গুণ উদ্ভাবিত হইবে তাহা তাঁহাদিগে প্রতিই অর্হিবে ইতি।

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাহানাবাদ।
৫ই ভাদ্র বঙ্গাব্দাঃ ১২৭৮।

মঙ্গলাচরণ।

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদনমিদং।

মহাশয় আমার প্রতি বাল্যকালাবধি অকৃত্রিম স্নেহ-হকারে যে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই উৎসাহ-রু-সমাশ্রিত শ্রদ্ধালতাজাত সামান্য উপহারস্বরূপ এই াব্যকুসুম ভবদীয় শ্রীচরণকমলান্তরালে সমর্পিত করিলাম।

অনুগৃহীত ভৃত্য

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

খিদিরপুর।
১৯ শে আষাঢ় বঙ্গাব্দাঃ ১২৬৫

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

পদ্মিনী তৃতীয় বার প্রকটিত হইল। অনুগ্রাহক-গ্রাহক-দিগের অনুরোধ মতে আমি ইহার সহজ সহচরী শৈবাল-বল্লরীকে কিঞ্চিৎ অপসারিত করিলাম,—সুতরাং তাহাতে যে কিছু দোষ বা গুণ উদ্ভাবিত হইবে তাহা তাঁহাদিগের প্রতিই অর্হিবে ইতি।

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাহানাবাদ।
৫ই ভাদ্র বঙ্গাব্দাঃ ১২৭৮।

BAGBAZAR BOYS'

এই অভিনব কাব্যের প্রণয়ন ও প্রকটন সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গলা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। কোন মহাশয় সাহস পূর্ব্বক এরূপও বলিয়াছিলেন যে, "বাঙ্গালিরা বহু-কাল পর্য্যন্ত পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।" প্রত্যুত, স্বাধীনতা-সুখ-বিহীনতায় মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিরহ হয়, সুতরাং পরিপীড়িত পরাধীন জাতির মধ্যে যথার্থ কবি কোন রূপেই কেহ হইতে পারেন না। আমি উক্ত মহাশয়-দিগের অযুক্তি নিরসন নিমিত্ত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহা পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়া প্রচার পাইলে অনেক অনুগ্রাহক মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন, বিশেষতঃ লেখকদিগের পরমবন্ধু রঙ্গপুরের অন্তঃ-পাতি কুণ্ডীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মৃত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী উক্ত প্রবন্ধ পাঠান্তে আমাকে যে পত্র লেখেন, তন্মধ্যে এই আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন, যথা ;—

"আধুনিক যুবাজনে, স্বদেশীয় কবিগণে,
ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে।
বাঙ্গালীর মনঃ-পদ্ম, কবিতা সুধার সদ্ম,
এই মাত্র রাখ হে প্রমাণে॥"

কালীচন্দ্র বাবু এই ইঙ্গিত ভিন্ন নিরবদ্য পদ্য গ্রন্থ প্রণয়নে আমার প্রতি সর্ব্বদাই সোৎসাহ বাক্য লিখিয়া পাঠাইতেন। পরন্তু কিয়দ্বর্ষাতীত হইল, মদনুগ্রাহকবর স্বদেশহিত-তৎপর সুনির্ম্মল চরিত্র মৃত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ভাষা-কাব্যনিচয়ের অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা সত্ত্বে তত্তাবৎ পাঠে এতদ্দেশীয় বালক বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অবস্থার লোকদিগের প্রগাঢ় আনুরক্তি দর্শনে পরিখেদিত হইয়া আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে কোন কাব্য রচনা করণার্থ ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করেন। আমি উক্তোভয় মহাত্মার অনুরোধে কর্ণেল টড্ বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ-পুস্তক-হইতে এই উপাখ্যানটি নির্ব্বাচিত করিয়া রচনারম্ভ করিয়া-ছিলাম। তদনন্তর উক্তোভয় মহাশয় অকালে পরলোক-প্রাপ্ত বিধায় শোকাভিভূত মনে তৎসংকল্প পরিহার করি। কিন্তু কাল-সহকারে ইহ জগতে সকল বিষয়েরই হ্রাস ও পরিবর্ত্তন আছে, অতএব প্রবোধচন্দ্রের নির্ম্মল প্রতিভায় সন্তাপ তিমির কথঞ্চিৎ বিগত হইলে কিয়ন্মাসাতীত হইল পুনর্ব্বার পদ্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া উক্ত কাব্য সমাপ্ত করিলাম। সমাপ্তি পরে শ্রীযুত রেবর্রণ্ড ডবল্যু ওব্রাএন স্মিথ তথা শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কতিপয়

মার্জ্জিত-বুদ্ধি বন্ধুর নিকট ইহা প্রেরণ করি,—তাহাতে তাঁহারা এবং উক্ত স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের অনুজ শ্রীযুত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর তথা বর্ণাক্যুলর লিটরেচর সোসাইটী নামক প্রসিদ্ধ সমাজের অধ্যক্ষবর্গ তৎপ্রকাশার্থ বিশেষ উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক অনুরোধ করাতে আমি সেই কাব্য প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু যে মহদভিপ্রায়ে এই নূতন প্রণালীতে বাঙ্গলা ভাষায় কাব্য রচনার প্রথমো-দ্যোগ পদবীতে আমি পদার্পণ করিলাম, তৎসিদ্ধি পক্ষে কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা ভবিষ্যতের গর্ব্ভস্থ। বিশেষতঃ এবম্প্রকার বিষয়ের দোষ গুণ প্রভৃতির পর্য্যবসান সুভাবুক পাঠকদিগের বিচারাধীন,—তথাহি;—

"কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্ব্বেত্তি ন তৎকবিঃ।
ভবানীভ্রুকুটীভঙ্গিং ভবোবেত্তি ন ভূধরঃ॥"

এস্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমি এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরাণেতিহাস হইতে কোন উপাখ্যান না লইয়া আধুনিক রাজপুত্রেতিহাস হইতে তাহা গ্রহণ করিলাম ই-হার কারণ কি?—এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্ব্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, বিশেষতঃ, ঐ সকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের তত্তাবৎ শ্রদ্ধার্হ নহে, এবং এতদ্দেশীয় জন-সমাজে বিদ্যা-বৃদ্ধির বান্ধব মহানুভবদিগের মতে তদ্রূপ অদ্ভুত রসাশ্রিত কাব্য-প্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের অত্যুর্ব্বর চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু

Tight Binding

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্দ্ধান কালাবধি বর্ত্তমান স
পর্য্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দ্দি
কালমধ্যে এদেশের পূর্ব্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমে
যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতনা দেশেই ছিল। বীর
ধীরত্ব, ধার্ম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্গুণালঙ্কারে রাজপুতে
যে রূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেই রূ
সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকত্ব গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অত
এব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্য-পাঠে লোকে
আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধ
বন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজ
পুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্ব্বক রচিত করিলাম।

অপিচ, কিশোর কালাবধি কাব্যামোদে আমার প্রগা
আসক্তি, সুতরাং নানা ভাষার কবিতা কলাপ অধ্যয়ন ব
শ্রবণ করত অনেক সময় সম্বরণ করিয়া থাকি। আমি
সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্য্যালোচনা করি
য়াছি, এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচন
করা আমার বহুদিনের অভ্যাস। বাঙ্গলা সমাচার পত্রপুঞ্জে
আমি চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পদ্য প্রক
টন করিতে আরম্ভ করি; তত্তাবৎ যদিও অনেকের নিক
সমাদৃত হউক, কিন্তু সেই আদর তাঁহাদিগের মহত্ত্ব ব্যতী
আমার ক্ষমতা প্রভূত নহে। আমার এস্থলে একথা লিখ
নের তাৎপর্য্য এই যে, উপস্থিত কাব্যের স্থানে স্থানে
অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে, সেই
সকল দর্শনে ইংলণ্ডীয় কাব্যামোদিগণ আমাকে ভাবচোর

না করেন, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বকই অনেক মনোহর ভাব ... ভাষায় প্রকাশ করণে চেষ্টা পাইয়াছি, যেহেতু তাহা ...রণের দুই ফল। আদৌ, ইংলণ্ডীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক এতদ্দেশীয় মহাশয় এরূপ জ্ঞান করেন তদ্ভাষায় উত্তম কবিতা নাই; সেই ভ্রমাপনয়ন করা বিশেষাবশ্যক হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবেক, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য্য কবিতা কলাপ অন্তর্দ্ধান করিতে থাকিবেক, এবং তত্তাবতের প্রেমিকদলেরও সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবেক। পরন্তু এই উপলক্ষ্যে ইহাও নিবেদ্য, আমি সকল স্থলেই যে ইংলণ্ডীয় মহাকবিদিগের ভাব গ্রহণ করিয়াছি এমত নহে; অনেক ভাব স্বতই আসিয়া অনেকের মনে একাকারে সমুদিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগের অগ্র পশ্চাৎ প্রকাশমতে কাব্যকারের প্রতি চৌর্য্যাভিয়োগ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। কোন ইংলণ্ডীয় সুকবি কহেন, —"আমাদিগের মধ্যে এক দল বিদূষক আছেন, তাঁহারা সম্ভাবিত সকল ভাবকেই পুরাতন জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এমত জ্ঞান নাই যে পৃথিবীতে ক্ষুদ্র বৃহৎ স্বাভাবিক উৎসসমূহ আছে। তাঁহারা কোন প্রবাহ দৃষ্টিমাত্রে বোধ করেন তাহা অমুক মনুষ্যের পুষ্করিণীহইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।"

এই ক্ষণে, কাব্য কি?—এবং তদালোচনার ফল কি?—এই দুই সুকঠিন প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে, যেহেতু তদুভয় বিষয়ে এতদ্দেশীয় অনেক লোকের

ভ্রম আছে। মিত্রাক্ষরে এবং মিতাক্ষরে রচিত, যতি সম
ন্বিত, অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারে ভূষিত পদবিন্যাস করিলে
তাহা কাব্য হয় না। সুবিখ্যাত সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে ইহা
যথার্থ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, যথা "কাব্যং রসাত্মকং বা
ক্যং।" এই স্বল্পবাক্যে কবিতা কলার গুণ ব্যাখ্যাত বৃহদ্গ্র
বিশেষের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। প্রত্যুত, কাব্য মানসি
ধ্যানধৃতি রূপ পুষ্পবাটিকাস্থ অশেষবিধ ভাবকুসুমের সৌরভ
মাত্র, সেই সুগন্ধভার প্রবহনে কবিদিগের মলয়ানিলবৎ
রচনাশক্তিই পটুতর। কবিতার অসাধারণ শক্তি, মনুষ্যের
মনে সর্ব্বপ্রকার রসোদ্দীপনে ইহার মহীয়সী ক্ষমতা, শাস্ত্র
কারেরা প্রত্যেক রসোৎপত্তির এক একটা নিদান নির্দ্দেশ
করিয়াছেন, কিন্তু কবিতাকে সকল রসের নিদান কহ
যাইতে পারে; মোহের প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ
কবিতা পাঠ বা শ্রবণ করত মনুষ্যের অশ্রুপাত হইতেছে,—
হাস্যের প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ কবিতা পাঠ বা
শ্রবণ করত জনসমাজে হাস্যার্ণব তরঙ্গিত হইতেছে,—
বীভৎসের প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ কাব্য পাঠক বা
শ্রোতার মুখভঙ্গীতে তাহা প্রকৃষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

কবিতার আর এক গুণ এই, তাহা সুষুপ্ত-প্রায় মানসিক-
বৃত্তিচয়কে সহসা জাগরিত এবং উত্তেজিত করিতে পারে।
প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে এই এক রীতি ছিল, তাহারা
বিগ্রহ ব্যসনাদি সমুদায় উৎসাহকর ব্যাপারে কবিদিগের
সাহচর্য্য রাখিতেন। কবিগণ উক্ত জাতিদিগের শৌর্য্য
বীর্য্য গুণসম্পন্ন পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণানুবাদ গান করিতেন,

াহাতে শ্রোতৃবর্গের মানসে বীর, শান্তি, রৌদ্র প্রভৃতি
াব সকলের সমুদ্ভাবে বিশেষোপকার হইত। প্রকৃত কবি-
গের অন্তঃকরণ সহস্রধারা নামক বিচিত্র উৎস স্বরূপ,
াহাতে যেরূপ সামান্যরূপ শব্দ করিলেই ধারা নির্গত
য়, কবিদিগের অন্তঃকরণহইতে সেই রূপ সামান্য ঘটনাতে
াবধারা নিঃসৃত হইতে থাকে।

কবিতার * আর এক শক্তি, তাহা আমাদিগের স্বাভাবিক
তি সূক্ষ্মতর ভাবসমূহকে সচেতন করিতে পারে। তদ্দ্বারা
য়া, করুণা, মমতা, প্রণয় প্রভৃতি মানসিক ধর্ম্ম সকল
দ্ধিযুক্ত হয়, ও চিন্তা প্রভৃতি পরিকল্পনার বিশুদ্ধতা জন্মে।
প্রকৃত কবি ব্যক্তি কোন ইতর বা গর্হিত কার্য্য করণে অগত্যা
াধিত হইলে তাঁহার আর মর্ম্মপীড়ার সীমা থাকে না। কবি-
তার অপর এক গুণ এই, তাহা সাংসারিক সামান্য চিন্তাজাল
ও ইন্দ্রিয় ভোগাসক্তি হইতে মনুষ্যের মনকে সর্ব্বদা বিমুক্ত
াখিতে পারে, এবং অন্তঃকরণে এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের সং-
স্থান করে, যে, জগতীয় সামান্য প্রকার ক্ষণিক সুখ ব্যতীত
এক সুনির্মল নিত্যসুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা আছে। কবিতা এক
প্রকার ধর্ম্ম বিশেষ। কবিরা নিসর্গরূপে ধর্ম্মের পুরোহিত।
তাঁহারা জগতীস্বরূপ কার্য্যের ক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎকর্ত্তার
সত্তা সংস্থাপন করেন। তাঁহারা মনুষ্যের নিকট ঐশিক-
ক্রিয়া প্রণালীর যাথার্থ্য নিরূপণ করিয়া দেন। কবিরা নীরস

* এতদ্দেশীয় লোকের শ্রীবর্দ্ধনেচ্ছুক কোন প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় মহাশ-
য়ের উক্তি অনুসারে এই পরিচ্ছেদের কিয়দংশ লিখিত হইল।

অস্থিসার তত্ত্বশাস্ত্রের শরীরে আত্মার সঞ্চার করত তাহা
স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে শোভিত করেন। তাঁহাদিগের উপদে
আমরা অচেতন পদার্থ সকলকে সচেতন স্বরূপ প্রত
করি, তথাহি ;—

"তরু লতিকায় যেন বচন নিঃসরে।
বেগবতী নদীচয় গ্রন্থ-ভাব ধরে ॥
উপদেশ দান করে পাষাণ সকল।
সকলি প্রতীত হয় সুন্দর নিষ্ফল ॥"

অপিতু মনোজ্ঞ ভাবাভরণে মনুষ্য মনোভূষণকারিণী
হৃদয়-পদ্মে ঔদার্য্যাদি সত্ত্ব গুণরূপ মধু-সঞ্চারিণী এই চম
কারিণী বিদ্যা মনুষ্যকে ইতর এবং স্বার্থপর চিন্তা-চক্র হইতে
যেরূপ দুরান্তরিত রাখে এমত আর কিছুতেই রাখি
পারে না। কোন জ্ঞানিপ্রবর কহেন,—"কবিদিগের মর্য্যা
কল্পে বক্তব্য এই যে, আমি তাঁহাদিগকে কস্মিন্ কালে অতি
শয় লালসাপরবশ বা জঘন্যরূপ কার্পণ্য দোষাশ্রিত দে
নাই। অন্যান্য শ্রেণীর লোকাপেক্ষা তাঁহাদিগের অন্তঃকর
এমত সুপ্রশস্ত, যে তাহার সহিত পরমেশ্বর এবং দিব্যলো
কের বিশেষ সম্পর্ক আছে, এমত বলা যাইতে পারে।"

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় বিদ্যায় সুশি
ক্ষিত নহে, তাহারা মানসিক শক্তিসমূহের পরিচালন
জনিত সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত বিধায় তুচ্ছতর ইতর আমো
অবকাশকাল অতিপাত করিয়া থাকে।

"ইন্দ্রিয়ের ভোগে যবে অরুচি উদয়।
দুর্ব্বল নাড়ীর গতি মন্দ মন্দ বয় ॥

যেই চারু সুখে পুনঃ পূর্ণ তাহা হয়।
সেই মনোহর সুখ অবগত নয় ॥"

অপিচ কেবলমাত্র বিজ্ঞানবিদ্যায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন
ণের শিক্ষা প্রণালীকে সম্পূর্ণ বা সংশুদ্ধ রীতি বলা যাইতে
রে না। বিজ্ঞানবিদ্যা স্বভাবতঃ কঠিন এবং ঔৎসুক্যবিহীন,
তএব চিন্তাকিরণ করণক ভাবকুসুম প্রফুল্লকারি পরমগৌরব-
জন কলাকলাপের সাহায্য ব্যতীত তাহা প্রিয়ঙ্কর হয় না।
দ্ধির প্রাখর্য্য সম্পাদনার্থ যেরূপ বিজ্ঞানবিদ্যার প্রয়ো-
ন, অন্তঃকরণের ঔৎকর্ষ্য সম্পাদনার্থ সেই রূপ কাব্যা-
ঙ্কার প্রভৃতি কলাকলাপের আবশ্যকতা। প্রত্যুত, উভয়-
ধ পদার্থেরই শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন অতি কর্ত্তব্য। বিজ্ঞানদ্বারা
কাশ বিহারি জ্যোতির্গণের যেরূপ পরিধি পরিমাণ ও
ংখ্যাদি নিরূপণ করা যাইতে পারে, কবিতাদ্বারা সেই রূপ
াহাদিগের অনির্ব্বচনীয় শোভা সৌন্দর্য্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা
য়। যিনি এই দৃশ্যমান বিশ্বকে অপরূপ শোভা সৌদৃশ্যে
াবৃত করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে তত্তাবতের পরিমাণ
সংখ্যা নিরূপণ করিতে নির্দ্দেশ করিয়া সেই অপূর্ব্ব প্রতি-
াপুঞ্জের রসজ্ঞ হইতে যে নিষেধ করিয়াছেন, এমত কথা
খনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব জগদীশ্বর কিরূপ
নিয়মে ইহজগৎকে সৌন্দর্য্য রসে প্লাবিত করিয়াছেন, তাহা
তদ্দেশীয় লোকেরা ইংলণ্ডীয় এবং সংস্কৃত মহাকবিদিগের
গ্রন্থাধ্যয়ন পূর্ব্বক অনুভূত করুন। যাঁহারা তদ্রূপ অধ্যয়নদ্বারা
কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আন্তরিক সুখের পরিসীমা
নাই। এমত সকল ব্যক্তি সংসারের ইতর চিন্তা ও ব্যতিব্যস্ত

জনমণ্ডলীর সহবাস পরিত্যাগ করিয়া নৈসর্গিক সামা[ন্য] শোভাবলোকনে অত্যর্থ পুলকিত হন;—

“ সামান্য কুসুম কলি কন্দরে কলিত।
সামান্য বিহঙ্গনাদ পবনে চলিত॥
সাধারণ সূর্য্য, আর সমীর, আকাশ।
তাঁহার নিকটে যেন স্বর্গের প্রকাশ॥”

এই রূপ কবি এবং কবিতার প্রশংসা বিশেষমতে করি[লে] তাহা গ্রন্থ প্রমাণ হইয়া উঠে, অতএব আর বাহুল্যোক্তি না করিয়া এস্থলে এতাবন্মাত্র বলিয়া শেষ করি, যে, [হে] স্বদেশীয় মহাশয়বর্গ, আপনারা ঘৃণিত উলঙ্গ আদিরসে[র] কবিতার প্রেম পরিহার পূর্ব্বক বিমলানন্দদায়িনী কবিতা[র] প্রীতিরসে প্রবৃত্ত হউন! ইতি।

পদ্মিনী উপাখ্যান।

সূচনা।

নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ কারণ।
ভারতের নানা দেশে করি পর্য্যটন॥
অবশেষে উপনীত রাজপুতন্নায়।
বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি-মেখলায়॥
দেখিলেন অজামীল পুরী আজমীর।
যশল্মীর যোধপুর আর বিকানীর॥
কোটা বুঁদি শিকাবতী নীমচ সারয়ে।
উদয় উদয়পুরে প্রফুল্ল হৃদয়ে॥
জয়সিংহ-পুরী জয়পুর চারুদেশ।
যার শোভা মনোলোভা, বৈকুণ্ঠ বিশেষ॥
ভ্রমি বহু রাজপুরী সানন্দ অন্তরে।
প্রবেশেন এক দিন চিতোর নগরে॥
দেখেন অচল এক অতি উচ্চতর।
তার নিম্নে শোভাকর সুন্দর নগর॥

গিরি পরে শোভে গড়, প্রাচীরে বেষ্টিত।
রাজচক্রবর্ত্তি হিন্দু-সূর্য্য * প্রতিষ্ঠিত॥
ধরাধর-অঙ্গে শোভে নানা তরুবর।
নয়নের প্রীতিকর ওষধি বিস্তর॥
কোন স্থলে মৃদুস্বর করি নিরন্তর।
উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা নিকর॥
তরুণ অরুণ ভাতি জ্বলে কোন স্থলে।
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে॥
কোথাও তটিনীকুল কুল কুল স্বরে।
শেখরের শ্যাম অঙ্গে চারু শোভা করে॥
যেন রঘুপতি-হৃদে হীরকের হার।
ঝল মল ভানু করে করে অনিবার॥
বিবিধ বিহঙ্গে নানা স্বরে গান করে।
সন্তাপির তাপ দূর, মন প্রাণ হরে॥
আহা এই রূপ শোভা অতি অপরূপ!
উথলয় ভাবুকের বিভানো-কূপ!
সরসী সরিৎ সিন্ধু শেখর সুন্দর।
গহন গহ্বর বন নির্ঝর নিকর॥

* উদয়পুরের রাণাদিগের আদিপুরুষ বাপ্পা রাও অন্যান্য উপাধি মধ্যে এই গৌরবাত্মক উপাধি ধারণ করেন।

দিনকর নিশাকর নক্ষত্রমণ্ডল।
মেঘমালে তড়িতের চমক উজ্জ্বল॥
ইহ খলু নিসর্গের শোভা অনুপম।
যাহে জন্মে ভাবুকের বিলাস বিভ্রম॥
সে সুখের তুল্য সুখ, আর কিবা হয়?
দৈব অনুগ্রহ ভিন্ন অনুভূত নয়॥
দেখ দেখি ভবভূতি আর কালিদাস।
কাব্যে সেই রস কিবা করিল্লা প্রকাশ॥
মহা মহীপালগণ সভার ভিতর।
মহারত্ন রূপে খ্যাত দেশ দেশান্তর॥
কিন্তু তাঁরা সেই সব সভার বিষয়।
না বর্ণিয়া কিছু মাত্র ভাব রসময়॥
প্রকৃতি রূপের ছটা করি দরশন।
করেছেন কাব্য সুধা-সার বরষণ॥
পাঠ মাত্রে লোমাঞ্চিত হয় কলেবর।
ধন্য ধন্য কাব্য-শক্তি রসের সাগর!
আয় মন! চল যাই সেই সব দেশে।
যথায় প্রকৃতি সাজে মনোহর বেশে॥
দেখিবে বিচিত্র শোভা শৈল আর জলে।
শ্রবণ যুড়াবে তটিনীর কলকলে॥

কন্দরে কন্দরে ফুটে কুসুম অশেষ।
শরীর জুড়াবে, যাবে সমুদয় ক্লেশ ॥
এই রূপ নানা শোভা দেখিতে দেখিতে।
পথিক উঠেন দুর্গে পুলকিত চিতে ॥
বিশেষ দুর্গম পথ পাষাণে রচিত।
ভুজঙ্গের গতি সম, ক্রোশ পরিমিত ॥
ক্রমে ক্রমে পরিহার করি ছয় দ্বার।
উপনীত যথা সিংহদ্বার সুবিস্তার ॥
অতিশয় পুরাতন কীর্ত্তির প্রকাশ।
হইয়াছে কত তরু লতার নিবাস ॥
খচিত বিবিধ কার্য্য দ্বার-দেহময়।
মূর্ত্তিমান কত শত দেব দেবীচয় ॥
যবনের কার্য্য তাহে নহে দৃশ্যমান।
দ্বার যেন কৃতান্তের ফাটক সমান ॥
তদন্তে শোভিত দেবালয় দুই ভিতে।
পণ্যবীথি পূর্ণ সারি সারি পশারিতে ॥
বৃহত্তর মনোহর প্রাসাদ প্রচুর।
কাল দন্তে প্রতিক্ষণ হইতেছে চূর ॥
নগরাধিষ্ঠাত্রী কর্ত্রী হর্ত্রী মহাদেবী।
চিতোরের সর্ব্বনাশ যাঁর পদ সেবি ॥

রয়েছে তাঁহার মঠ পর্ব্বত-প্রমাণ।
অষ্টভুজা, করি-অরি পরে অধিষ্ঠান ॥
মহাকাল এক-লিঙ্গ * শিব অনুপম।
মন্দির সমীপে কত দণ্ডির আশ্রম ॥
এসকল নিরখিয়ে পথিকের চিত।
মলিনতা-মেঘজালে হইল জড়িত ॥
মানসে করেন চিন্তা কোথায় সে দিন।
যে দিনে ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন ॥
অসংখ্য বীরের যিনি জন্ম-প্রদায়িনী।
কত শত দেশে রাজ-বিধি বিধায়িনী ॥
এখন দুর্ভাগ্যে পরভোগ্যা পরাধীনী।
যাতনায় দিন যায় হয়ে অনাথিনী ॥
কোথা সে বীরত্ব আর বিক্রম বিশাল?
সকলি করেছে গ্রাস সর্ব্বভুক্ কাল ॥
এই যে ভীষণ দুর্গ না জানি কাহার?
কত বীর করেছেন ইহাতে বিহার ॥

---

* বাপ্পা রাওর ইষ্টদেবতা এই শিবলিঙ্গের প্রকৃত মন্দির নাগীন্দ্র নামক স্থানে আছে, ঐ নাগীন্দ্র উদয়পুরহইতে পঞ্চ ক্রোশ অন্তরে স্থিত। এক-লিঙ্গের পূজকেরা হারীত ঋষির বংশধর।

এখন দরিদ্র দশা দৃশ্য সর্ব্ব স্থানে ;
মলিনতা-প্রবলতা যেখানে সেখানে ॥
কোথায় উৎসাহ রঙ্গ হাস্য মহোৎসব ?
তেজোহীন জনগণ, যেন সব শব ॥
  এই রূপ ব্যাকুলিত হইয়ে চিন্তাকুলে।
আইলেন শেষে এক সরোবর-কূলে ॥
ঢল ঢল করে জল বিমল উজ্জ্বল।
সন্তরে বিহরে তাহে রাজহংসদল ॥
চারি ধার বাঁধা তার বিমল উপলে।
অদ্যাপি পতিত নহে কালের কবলে ॥
তার মাঝে চারু দ্বীপ রচিত পাষাণে।
হেন মনোলোভা শোভা নাহি কোন স্থানে।
তাহে রম্য হর্ম্ম্য এক অতি পুরাতন।
হুতাশনে দগ্ধ-প্রায় হয় দরশন ॥
দেখিয়ে পথিক মনে ভাবেন তখন।
কি হেতু হইল ইথে ধূমের বরণ ?
  এমন সময়ে এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
স্নানাশয়ে জলাশয়ে দিলেন দর্শন ॥
করপুটে জিজ্ঞাসেন পথিক তাঁহারে।
"কহ দ্বিজ এই পুরী-বৃত্তান্ত আমারে ॥"

বিপ্র কন, "শুন ওহে পথিক সুজন।
করুণা-রসের-সিন্ধু স্থান-বিবরণ ॥
শ্রবণেতে দ্রব হয় পাষাণ হৃদয়।
অভাবুক হৃদে হয় ভাবের উদয় ॥
রাজ-পুত্র-ইতিহাস সমুদ্র-সমান।
এই সে চিতোর-পুরী তার আদ্য স্থান ॥
ত্রেতায় ছিলেন সূর্য্যবংশ দণ্ডধর।
দ্বাপরেতে চন্দ্রবংশ ধরার ঈশ্বর ॥
কলির প্রারম্ভে পুনঃ ভানুকুল ভূপ।
যাহাদের বীরত্বের নাহি অনুরূপ ॥
দেব-বংশ্য শিলাদিত্য বিখ্যাত ধরায়।
যার বংশজাত বাপ্পা রাও মহাকায় ॥
এক-লিঙ্গ শিব পূজি বীরত্ব ধরিল।
মোরী বংশ্য মাতুলের সাম্রাজ্য হরিল ॥
করিল অশেষ কীর্ত্তি কি কব বিশেষ।
হরিল বিক্রম বলে যবনের দেশ ॥
একচ্ছত্রা অবনীরে করে মহাবীর।
দুরন্ত দুর্দ্দান্ত ম্লেচ্ছ ভয়েতে অস্থির ॥
ইরাণ তুরাণ আদি কত শত স্থান।
কাবল কাশ্মীর কান্ধহার কাফ্রিস্তান ॥

ইত্যাদি অনেক দেশে হইলে বিজয়।
করিলেন কত রাজকন্যা পরিণয় ॥
জন্মিল অসংখ্য বংশ হিন্দু মুসল্মান।
হিন্দু সূর্য্যবংশী খ্যাত, যবন পাঠান ॥
শত বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তে সেই মহাশয়।
স্বশরীরে স্বর্গগত কবি চন্দ্ * কয় ॥
সুখাসনে প্রাণ পরিহরে নৃপবর।
চারু চীন বসনেতে বৃত কলেবর ॥
চারি ধারে অমাত্য আত্মীয়গণ বসি।
নক্ষত্রমণ্ডলে যেন মেঘাচ্ছন্ন শশী ॥
আবরণ বিমোচন করি তার পর।
অদ্ভুত নিরখি সবে বিস্মিত অন্তর ॥
না দেখে পর্য্যঙ্কে মহীপতি-মৃত-কায়।
কেবল প্রফুল্ল পদ্ম-জাল † শোভা পায় ॥
সুরেন্দ্র-লোকের প্রায় সুরভি বহিল।
নন্দনকানন-সুখে সকলে মোহিল ॥

* ইনি পৃথুরাজের সময়ে রাজপুত্রদিগের প্রধান কুকবি ছিলেন।

† সেই পদ্মপুষ্পসমূহ সরোবর মধ্যে রোপিত হই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। এই রূপে উপন্যাস নৌশেরয়াঁ ভূতির মৃত্যু বিষয়ে কথিত হয়।

ধন্য ধন্য বাপ্পা রাও কীর্ত্তিকলাধর !
ধন্য বীর্য্যবিভূষণ ! ধন্য বীরবর !
সেই বংশে কত শত নৃপতি প্রভূত।
চিতোরের অধীশ্বর নানা গুণযুত ॥
তের শত একত্রিশ সম্বৎ বৎসরে।
বরিত লক্ষ্মণ সিংহ সিংহাসনোপরে ॥
কুমার লক্ষ্মণ নহে প্রাপ্ত-ব্যবহার।
রাজ্য করে ভীমসিংহ পিতৃব্য তাঁহার ॥
যাঁর প্রিয়তমা সে পদ্মিনী মনোরমা।
রূপে, গুণে, জ্ঞানে, অবনীতে অনুপমা ॥
যাঁহার রূপের কথা শুনি দিল্লীপতি।
চিতোর ঘেরিল আসি হয়ে ক্ষিপ্তমতি ॥
রাজ্য লোপ, বংশ লোপ, প্রাপ্ত হয় তায়।
ব্যান-মাতা * রাক্ষসীর ক্ষুধার জ্বালায় ॥
তথাপি পদ্মিনী সতী সতীত্ব রতন।
না দিলেন যবনেরে, করি প্রাণপণ ॥
অতুলিত রূপ, গুণ, সতীত্ব সহিত।
অর্পিলেন অগ্নিগ্রাসে রাখিতে স্বহিত ॥

* ইনি রাজপুতনার শ্রেয়সী কুলদেবতা। বাপ্পা ইহাঁকে স্বীয় শ্বশুরালয় বন্দরদ্বীপ হইতে আনয়ন পূর্ব্বক চিতোরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

হের হে পথিক ঘোর গভীর * গহ্বর।
এই স্থানে দগ্ধ পদ্মিনীর কলেবর।।
দেবস্থলী রূপে গণ্য করে যত নর।
রক্ষক স্বরূপ আছে কাল বিষধর।।”
স্থগিত চকিত নেত্রে পথিক তখন।
কৃতাঞ্জলি করে করিলেন নিবেদন।।
“কহ দ্বিজ মম প্রতি হয়ে কৃপাবান।
বিবরিয়া পদ্মিনীর চারু উপাখ্যান।।”

পদ্মিনী বর্ণন।

দ্বিজ কন্ “হে সুজন, কর মন সমর্পণ,
পদ্মিনীর বিচিত্র কথায়।
চৌহান কুলের দীপ, সিংহল দ্বীপের নৃপ,
বিখ্যাত হামিরশঙ্খ রায়।।
তাঁর কন্যা মনোরমা, তিলোত্তমা কিবা রমা,
পদ্মিনী সৌন্দর্য্য-সার-ভাগ।
ভীমসিংহে দুহিতায়, দিলেন হামির রায়,
সহ যথাযোগ্য অনুরাগ।।

* রাজপুতনার কোন কবি কহেন, ঐ গহ্বরের গর্ভে এ অট্টালিকা আছে।

যেমন পদ্মিনী সতী, মিলিল তেমতি পতি,
রাজকুল চক্রবর্ত্তী ভীম।
ধর্ম্মে ধর্ম্মপুত্র সম, রূপে সহদেবোপম,
বীর্য্যে পার্থ, বিক্রমেতে ভীম।।
যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণ ভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার।
বিকশিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে,
ভেক ভাগ্যে কেবল চীৎকার।।
মাধবী মাকন্দ-কায়, প্রকাশিত প্রতিভায়,
বল তাহে কি শোভা অতুল।
আকন্দের দেহোপরে, যদ্যপি বিরাজ করে,
দেখিলে নয়নে বিঁধে শূল।।
সর্ব্ব সুলক্ষণবতী, ধরাধামে যে যুবতী,
লোকে বলে পদ্মিনী তাহারে।
সেই নাম নাম যার, সেরূপ প্রকৃতি তার,
কত গুণ কে কহিতে পারে?
পতিব্রতা পতিরতা, অবিরত সুশীলতা,
আবির্ভূতা হৃদ্ পদ্মাসনে।
কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা,
মৃত-প্রায় পর-পরশনে।।

থাকুক সে পরশন, পর মুখ দরশন,
    সহনীয় না হয় সতীর।
দৃষ্টি মাত্র সেই ক্ষণে, শরমের হুতাশনে,
    দগ্ধ হয় কোমল শরীর॥
পদ্মিনীর পদ্ম-নেত্র, বিনোদ বিহার-ক্ষেত্র,
    ব্রীড়া তাহে সদা ক্রীড়া করে।
পলকেতে প্রতিপলে, বঙ্কিম কটাক্ষ ছলে,
    চারি দিগে অমৃত সঞ্চরে॥
সতীর শুভদ দৃষ্টি, করে নানা সুখ সৃষ্টি,
    অনলের বৃষ্টি পাপি জনে।
সতীরে হরিতে আশ, যে করে তাহার নাশ,
    ভাব কি দুর্দ্দশা দশাননে॥
পদ্মিনী রূপের নিধি, বিরলে গড়িল বিধি,
    নীর-নিধি নন্দিনী সমান।
কি ছার পদ্মিনীচয়, সহ বিস কিসলয়,
    পুষ্করে প্রকাশে অভিমান॥
অতুলনা রাজকন্যা, ভুবনে ভাবিনী ধন্যা,
    অগ্রগণ্যা রূপসী সমাজে।
কি রূপ তাহার রূপ, কি বর্ণিব অপরূপ,
    বর্ণিতে বিবর্ণ বর্ণ লাজে॥

কোন মূঢ় চিত্রকরে, পদ্ম-দেহ চিত্র করে,
    করিলে কি বাড়ে তার শোভা?
কিম্বা সেই কোকনদে, মাখাইলে মৃগমদে,
    অতি সুখ লভে মধুলোভা?
কষিত কাঞ্চন কায়, কিবা কার্য্য সোহাগায়,
    কিবা কার্য্য রসানের ছটা?
হেন মূর্খ আছে কে হে, দিবে ইন্দ্রধনু দেহে,
    অভিনব রূপ রঙ্গ ঘটা?
জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি, প্রখর ভাস্কর-ভাতি,
    বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল।
কি কায সিন্দূরে মাজি, গজমুক্তাফল রাজী,
    মাজিলে কি হয় সমুজ্জ্বল?
সেই রূপ ভূপজার, রূপ গুণ চমৎকার,
    বর্ণনায় ব্যর্থ আকুঞ্চন।
মৃগপতি যূথপতি, দ্বিজপতি গজমতি,
    তিলফুল কোকিল খঞ্জন॥
এই সব উপমার, প্রয়োজন নাহি আর,
    নব-কবি-জনের বাঞ্ছিত।
কহিলাম যত গুলা, পদ্মিনী-রূপের তুলা,
    কেহ নহে সকলি লাঞ্ছিত॥

এই শ্রুতি পূর্ব্বাপর, যুবতীর মনোহর,
রূপ দৃষ্টে মুগ্ধ মুনি নরে।
কহ কোন নৃপ মুনি, রূপের ব্যাখ্যান শুনি,
মজিয়াছে পঞ্চশর-শরে?
পদ্মিনী রূপের যশ, পরিপূর্ণ দিক্ দশ,
শ্রুত মাত্র দুরন্ত যবন।
না শুনিল কার মানা, সিংহপুরে দিল হানা,
সঙ্গে লয়ে সেনা অগণন।।"

চিতোর আক্রমণ।

সাজিল সঘন, সেনা অগণন,
করিবারে রণ, চলিল।
শিরোপরে তাজ, যত তীরন্দাজ,
সাজ সাজ সাজ, বলিল।।
ধূলায় গগন, ধূসর বরণ,
অদৃশ্য তপন, হইল।
কুলবতী চয়, মনে পেয়ে ভয়,
নিভৃতে আশ্রয়, লইল।।
বিষম বিশাল, মদে মাতোয়াল,
করিযূথ কাল, ছুটিল।

পিঠেতে আমারি, শোভে সারি সারি,
তাহে ধনুর্দ্ধারী, উঠিল।।
মণি মুক্তা কায, ঝুলেতে বিরাজ,
রবি-ছবি লাজ, পাইল।
কোমল কমল, সম মখমল,
শোভা নিরমল, ছাইল।।
অগণিত বাজী, কিবা তাজি রাজী,
আসোয়ার সাজি, ধাইল।
করে করবাল, পিঠে বাঁধি ঢাল,
যত সেনাপাল, যাইল।।
হল্যো হুলস্থূল, করে করি শূল,
কত সেনাকুল, সাজিল।
শূন্য রাজপুরী, বিগত মাধুরী,
ভোঁ ভোঁ রবে তূরী, বাজিল।।
চলে সেনাদল, তৃণহীন স্থল,
জলাশয় জল, শুকাল।
হেরিতে করাল, চলে পাল পাল,
নাহিক সকাল, বিকাল।।
উঠে ডাক হাঁক, বাজে জয়ঢাক,
কত শত শাঁক, ফুঁকিল।

সুখী কত মতে, যবন যাবতে,
হিন্দু-বধ-ব্রতে, ঝুঁকিল ॥
দিল্লীর সম্রাট্, সহ সেনা ঠাট্,
তেজি রাজ্যপাট, মাতিল।
স্থির নহে মন, তাহাতে মদন,
নিজ সিংহাসন, পাতিল ॥
পদ্মিনী-স্মরণ, পদ্মিনী-মনন,
পদ্মিনী জীবন, দহিল।
পদ্মিনী দর্শন, পদ্মিনী শ্রবণ,
সেই ভাবে মন, মোহিল ॥
পদ্মিনী শয়নে, পদ্মিনী স্বপনে,
পদ্মিনী বচনে, রাখিল।
সেই রূপ ধ্যান, করি রহে প্রাণ,
সেই রূপে জ্ঞান, ঢাকিল ॥
পদ্মিনী উদ্দেশে, সমরের বেশে,
রাজপুত-দেশে, আইল।
হয়ে কুতূহল, যত কবিদল,
ভূপতি মঙ্গল, গাইল ॥
বাজে নওবৎ, সুধা বৃষ্টিবৎ,
সেনাদি তাবৎ, টলিল।

এমতি বাজনা, মত্ত ভীরু জনা,
সমরাগ্নি কণা, জ্বলিল ॥
রাজপুতনায়, কেবা কারে চায়,
প্রলয়ের প্রায়, করিল।
যে যাঁহারে পায়, লুটে লয়ে যায়,
কত লোক তায়, মরিল ॥
আসি অবশেষ, চিতোরের দেশ,
সংগ্রামের বেশ, যুড়িল।
নভঃস্থল ঢাকা, সহস্র পতাকা,
যেমন বলাকা, উড়িল ॥
বিষম কাওয়াজ, গোলার আওয়াজ,
যত গোলন্দাজ, দাগিল।
মনে পেয়ে ভয়, নব নারীচয়,
তেজিয়ে আলয়, ভাগিল ॥
যবনে উল্লাস, খলখল হাস,
দুর্গ চারি পাশ, ঘেরিল।
ভীমসিংহ রায়, অধোভাগে চায়,
পাঠান সেনায়, হেরিল ॥
ক্ষত্রিয়-নিকর, ক্রোধে গরগর,
প্রাচীর উপর, চড়িল।

মারে মালসাট্, যত সেনাঠাট্,
দুর্গের কবাট, পড়িল ॥

বিগ্রহ ও সন্ধির মন্ত্রণা।

শ্রাবণের ধারা সম ধারা অনিবার।
বুরুজহইতে পড়ে গোলা * একধার ॥
যেন ঘোরতর শিলাবৃষ্টির পতনে।
ফল দল দলে দলে দলিত সঘনে ॥
অথবা কর্ত্তনী মুখে শস্যের ছেদন।
অথবা হেমন্ত শেষে পাতার ঝরণ ॥
সেই রূপ দলে দলে পড়ে শত্রু ঠাট।
শুধু এই শব্দ, মার, মার, কাট, কাট ॥
পলায় পাঠান সেনা শ্বাসগত প্রাণ।
দলভঙ্গ চতুরঙ্গ হারাইল জ্ঞান ॥
থাকে থাকে ঘিরেছিল দুর্গের প্রাচীর।
ব্যূহ ছেড়ে ভাগে যত দেড়ে ধেড়ে বীর ॥

শত্রুর প্রস্থান দেখি রাজপুত্রগণ।
সিংহনাদে জয়নাদে পূরিল গগন ॥
বুরুজে বুরুজে ফেরে পদাতি সকল।
মাজে২ তোপ শব্দে কম্পিত অচল ॥
পুনর্ব্বার পাঠানের সেনাপতি চয়।
বিপক্ষে দেখিয়া শ্রান্ত রজনী সময় ॥
দলে দলে আসি করে নগর বেষ্টন।
পাতিল তোপের শ্রেণী তুড়িতে তোরণ ॥
গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্ বজ্রের আওয়াজ।
শুনি সচেতন হয়ে ভীম মহারাজ ॥
"সাজ সাজ" বলি আজ্ঞা দিলেন তখন।
পুনঃ প্রাচীরেতে উঠে যত সেনাগণ ॥
দুই পক্ষে ঘোরতর অস্ত্রের চালনা।
মরিল অনেক সেনা কে করে গণনা ॥
কালানল সম অগ্নি জ্বলে ধূ ধূ ধূ ধূ।
যবনের যুদ্ধনাদ আল্লা হূ আল্লা হূ * ॥

---

* যদিও মোগল সম্রাট্ বাবরের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে ... ব্যবহার প্রচলিত হয়, কিন্তু সুপ্রাচীন কবি চন্দের গ্রন্থে ... গোলা" প্রভৃতি অগ্ন্যস্ত্রের উল্লেখ আছে, সুতরাং বোধ হইতেছে ভারতবর্ষে অতি পুরাকালে গোলা গুলির ব্যবহার ছিল।

* লর্ড বায়রন কহেন মুসলমানের এই যুদ্ধনাদ কালে হূ শব্দটা এরূপ ভাবে উচ্চারণ করে যে তাহাতে এক প্রকার ভয়ানক ভাবোদয় হয়।

রুধির প্রবাহ বহে বনাশ * প্রবাহে।
ভয়ানক ভাব আবির্ভাব হয় তাহে ॥
ধূমেতে ধূসরবর্ণ ধরিল আকাশ।
স্থানে স্থানে তোপমুখে বিজলী-প্রকাশ ॥
নীচে থেকে উঠে গোলা শূন্যে গিয়া ফুটে।
চিতোরের কত শত ঘর দ্বার টুটে ॥
বাজারে লাগিল অগ্নি দগ্ধ দ্রব্যরাশি।
ত্রাহি! ত্রাহি! শব্দ করে যত দুর্গবাসী ॥
ফাটক-সমীপে কোন যোদ্ধা যুদ্ধ করে।
পুত্র পরিবার তার গৃহে পুড়ে মরে ॥
হাহাকার রব পূর্ণ চিতোর নগর।
বালক বনিতা বৃদ্ধ অস্থির অন্তর ॥
বিক্রমে কেশরী প্রায় রাজপুত্রগণ।
পরম সাহসে সবে করে ঘোর রণ ॥
পরাক্রমে ন্যূন নহে দুরন্ত পাঠান।
হিন্দুর বিনাশে পুণ্য, মনে দৃঢ় জ্ঞান ॥
শশারুর প্রায় শস্ত্র সর্ব্বাঙ্গে শোভিত।
ঝক্ মক্ চক্ মক্ পঞ্জা চারি ভিত ॥

* রাজপুতনা প্রদেশে প্রবাহিত নদী।

উড়িছে নিশান নীল অর্দ্ধচন্দ্র তলে।
প্রকট-বিকট মূর্ত্তি দৃষ্ট সর্ব্বস্থলে ॥
হেন কালে এক দিগে উঠে হাহাকার।
সমরে পড়িল এক আলার কুমার ॥
শ্রুত মাত্র বাদশার শীহরিল দেহ।
এমনি আশ্চর্য্য শক্তি ধরে পুত্রস্নেহ!
কঠোর কুলিশ সম যাহার হৃদয়।
বালক বনিতা দুঃখে কাতর যে নয় ॥
আহবে মাতিলে নাহি থাকে কিছু বোধ।
সমুদয় নাশে, মানেনাকো উপরোধ ॥
এমন হৃদয় যার নিপট নিদয়।
পুত্রের বিয়োগ শুনি সেহ দ্রব হয় ॥
কিন্তু শাহ নিরুৎসাহ না হইল তায়।
মার্ মার্ শব্দ মুখে যথা তথা ধায় ॥
প্রভাত হইল নিশা উদিত তপন।
দুই দলে শ্রান্ত হেতু ক্ষান্ত তাহে রণ ॥
সে সময় স্বভাবের কি ভাব উদয়।
চারি দিকে আলোহিত আভা দৃষ্ট হয় ॥
প্রাচীতে পাটল প্রভ অরুণ প্রকাশে।
পশ্চিমে দ্বিজেশ যান রোহিণীর পাশে ॥

সারা নিশা গেল তাঁর তারার সভায়।
তাই বুঝি বিপাণ্ডুর শরমের দায়॥
অথবা অগ্রজ-মুখ নিরখি অম্বরে।
লজ্জা ভরে শশধর পাংশুরাগ ধরে॥
উদয়ে উদিত খরতর দিনকর।
মানিনীর মুখ-প্রায় ক্রোধে গর গর॥
আজ কেন দিনকর প্রখর এমন।
কবি কহে অনুমানি ইহার কারণ॥
ভানু-বংশ-অবতংস রাজপুত্রগণ।
সেই কুলে কালী দিতে উদ্যত যবন॥
এই হেতু উষ্ণ ছবি রবি মহাশয়।
অলক্ত আরক্ত প্রভা প্রভাত সময়॥
আকাশে শোণিত ছটা শোণিত ভূতলে।
শোণিত তটিনী নীরে শোণিত অচলে॥
ভয়ানক ভাবের হইল আবির্ভাব।
রৌদ্র রস সহযোগে প্রবল প্রভাব॥
এই রূপে কত দিন হইল সমর।
দিবা বিভাবরী রণে নাহি অবসর॥
তথাপিও যবনের না হইল জয়।
অভেদ্য দুর্গম দুর্গ, কার সাধ্য লয়?

অয়ন হইল গত সমরে সমরে।
সন্ধি-স্থাপনের সন্ধি কেহ নাহি করে॥
দুর্লভ দুর্গের মধ্যে ভক্ষ্য পেয় চয়।
ক্রমে ক্রমে শেষ হয় দ্রব্য সমুদয়॥
অনাহারে প্রাণ ত্যজে কত নর নারী।
ঘোড়াশালে ঘোটক মরিল সারি সারি॥
মাতঙ্গ মরিল কত আহার অভাবে।
জন্মিল মারক তার দুর্গন্ধ প্রভাবে॥
কিলি বিলি করে কীট যেখানে সেখানে।
অস্থি চর্ম্ম সার সবে পতিত শ্মশানে॥
পূতিগন্ধে মহানন্দে ফেরুপাল ফিরে।
অগণন গৃধ্রগণ রহে শব ঘিরে॥
পাখার সাপট মারি শকুনিরা ধায়।
কুকুরে তাড়ায়ে দিয়ে মেদ মাংস খায়॥
হইল নরের খাদ্য তৃণ পত্র মূল।
শ্মশান হইল সব সরোবর কূল॥
ভীম সিংহ মহীপতি হেরি এ সকল।
প্রজার দুঃখেতে মন হইল বিকল॥
সন্ধির উদ্দেশে কত করেন কল্পনা।
সহিত সচিবদল বিবিধ মন্ত্রণা॥

ওদিকে যবন সৈন্যে হৈল মহামারী।
কেহ নহে কারো বশ্য সব স্বেচ্ছাচারী ॥
পঙ্গপাল মত সৈন্য পালে পালে গিয়ে।
শস্যক্ষেত্র গ্রাম আদি আসে বিনাশিয়ে॥
যাহা পায় তাহা খায়, লুটে সব লয়।
পলায় সকল লোক ত্যজিয়ে আলয় ॥
ছয় মাসাবধি কৃষিকার্য্য নাহি হয়।
মরুভূমি প্রায় হৈল যত ক্ষেত্রচয় ॥
জঙ্গলে পূরিল ঘাট বাট একেবারে।
না মিলে তণ্ডুল কণা হাটে কি বাজারে॥
যথা তথা মরে সেনা হাজার হাজার।
নিরখি অস্থির চিত্ত যবন রাজার ॥
মনে ভাবে দূর হৌক মিছে করি রণ।
বিপদ ঘটিল এক নারীর কারণ ॥
মজিলাম কামকূপে রূপ শুনে যার।
এক বার দেখা চাই সে রূপ তাহার ॥
আসার আশার ফল লাভ হল্যে বাঁচি।
ইহার অধিক মিছে মনে মনে আঁচি॥
নাহি চাহি রত্ন ভার, চিতোরের দেশ।
দেখিব সে মোহিনীরে, এই ধার্য্য শেষ ॥

এত ভাবি পত্র লিখি দূত পাঠাইল।
সন্ধির পতাকা শুভ্র, শূন্যে উঠাইল ॥
দূত-আগমনে দ্বারী রাজারে জানায়।
পত্র লয়ে বিদায় দিলেন তারে রায় ॥
পত্র-পাঠে ক্ষত্রপতি দ্বিগুণ জ্বলিত।
ঘন বহে দীর্ঘশ্বাস চিত্ত চপলিত॥
ভাবে হায় মম প্রাণ থাকিতে শরীরে।
যবনে কি দেখিবেক পদ্মিনী সতীরে ?
ধিক্ মম বাহুবলে! ধিক্ এ জীবনে!
ধিক্ ক্ষত্রিকুলে জন্ম! ধিক্ রাজ্য ধনে !
অনাহারে দুর্গ মধ্যে যায় যাকু প্রাণ।
মরুক সকল সৈন্য ক্ষত্রিয় সন্তান ॥
এত অপমান সহ্য না হবে কখন।
না দেখাব পদ্মিনীরে থাকিতে জীবন ॥
সাধ্বী সতী পতিব্রতা অতি গুণবতী।
একথা তাহারে কবে কোন মূঢ়মতি ?
এত ভাবি ম্লান মুখে সজল নয়নে।
ধীরে ধীরে যায় রায় পদ্মিনী-সদনে॥
এক বার অগ্রসর, পুনঃ যায় ফিরে।
করাঘাত কাতরেতে করে কভু শিরে॥

হেন কালে পদ্মিনীর প্রিয় সহচরী।
চিত্ররেখা নাম তার শ্রেয়সী কিঙ্করী॥
দূরে থেকে নৃপতিরে করি নিরীক্ষণ।
কহিলেক মহিষীরে সেই বিবরণ॥
শুনি সতী চলিলেন চঞ্চল চরণে।
কুরঙ্গিণী ধায় যথা কুরঙ্গ দর্শনে॥

রাজদম্পতীর কথোপকথন।

আসি ধীরে ধীরে, নিরখি পতিরে,
নেত্রনীর পদ্মিনীর।
ক্ষরে বিন্দু বিন্দু, সুধাসিক্ত ইন্দু,
হইল মুখ রুচির॥
গদ গদ স্বরে, কন নৃপবরে,
"আজ কেন প্রাণেশ্বর।
হেরি হেন ভাব, স্বভাব অভাব,
অশ্রুপাত দর দর?
অধর মধুর, বরণ সিন্দুর,
আজ হে পাণ্ডুর কেন?
সুধার সদন, সুধাংশু বদন,
রাহুর গ্রাসেতে যেন॥

কেন হে উদাসী, আমি তব দাসী,
কও হে মনের কথা?
আমার কারণ, বুঝি হে রাজন!
পেয়েছ প্রাণেতে ব্যথা?
আমারি কারণ, হয় এই রণ,
দেশে এত অমঙ্গল।
আমি অভাগিনী, তব সোহাগিনী,
তাই হে দুঃখ প্রবল॥
যদি ওহে প্রিয়, সামান্য ক্ষত্রিয়,
ঘরণী হত্যো এ দাসী।
তবে হেন রণ, দুরাত্মা যবন,
করিত কি হেথা আসি?
পরিপূর্ণ খনি, কত শত মণি,
কে তাঁর সন্ধান লয়?
ধনি কণ্ঠহারে, নিরখি তাহারে,
চোরের লালসা হয়॥
কি কব অধিক, ধিক্ প্রাণে ধিক্,
শুন ওহে প্রাণাধিক!
ধিক্ এ জীবনে, ধিক্ সে যৌবনে,
রূপে গুণে ধিক্ ধিক্!

ধিক্ বিধাতায়, কেন বা আমায়,
করিল লাবণ্যবতী ?
দরিদ্রের দারা, কুরূপা যাহারা,
আমা চেয়ে সুখী অতি ॥”
এই রূপে রাণী, খেদে কন বাণী,
পদ্মপাণি হানি শিরে।
শুনি নৃপমণি, অধৈর্য্য অমনি,
অভিষিক্ত অশ্রুনীরে ॥
বাহু প্রসারিয়া, আলিঙ্গন দিয়া,
রাণীরে লইয়া কোলে।
অধর ধরিয়া, আদর করিয়া,
কহেন মধুর বোলে ॥
“কেন হে প্রেয়সি, রূপসি-শ্রেয়সি,
আপনায় অনুযোগ।
কিবা দোষ তব ? কথা অসম্ভব,
মম ভাগ্যে কর্ম্মভোগ ॥
পাইলে রতন, করিয়ে যতন,
কেহ সুখে কাল হরে।
কেহ পদে পদে, মজিয়ে বিপদে,
দস্যু-করে প্রাণে মরে ॥

তুমি হে আমার, প্রাণের আধার,
প্রাণ দিব তব লাগি।
যাকু রাজ্য ধন, নাহি প্রয়োজন,
হই হব দুঃখভাগী ॥
সব দিব ডালি, তবু কুলে কালী,
প্রাণ-সত্ত্বে না হইবে।
হাজার রাজার, রাজ্য কোন্ ছার,
তব মূল্য কেবা দিবে ?
কি কব বচন, ক্রোধ হুতাশন,
কহিতে জ্বলিত হয়।
তাই হে আমার, আজ এ প্রকার,
হইয়াছে ভাবোদয় ॥
শত্রু দুরাশয়, সন্ধির আশয়,
ফেঁদেছে এ লিপি ফাঁদ।
তবে ফিরে যায়, দেখিবারে পায়,
যদি তব মুখ-চাঁদ ॥
রাজ্য নাহি চায়, ধন পিপাসায়,
না করে এ ঘোর রণ।
শুধু সুলোচনে, তব চন্দ্রাননে,
নিরখিতে আকিঞ্চন ॥”

এ পণ তাহার, কেমনে স্বীকার,
করিব থাকিতে প্রাণ।
গরল ভখিব, জ্বলনে পশিব,
না সহিব অপমান।”
উত্তর উত্তরে, রাণী নরেশ্বরে,
কহিছেন মৃদুস্বরে।
“কেন হে উদাস, এরূপ নৈরাশ,
সর্ব্বনাশ মোর তরে॥
দুর্জ্জন দলন, সুজন পালন,
এই তো রাজার নীতি।
দুষ্ট নিসূদন, না হল্যে সাধন,
সাধুর পালন রীতি॥
যদ্যপি যবনে, পরাভূত রণে,
করিবারে না পারিলে।
প্রখর প্রবল, সমর অনল,
নিবাও সন্ধি-সলিলে॥
পাল প্রজাকুল, হয়েছে আকুল,
অনাহারে নষ্ট হয়।
একের কারণ, মরে অগণন,
এ দুঃখ কি প্রাণে সয়?

নিরখি আমায়, শত্রু যদি যায়,
সব দিক্ রক্ষা পায়।
তবে হে আমারে, দেখাও তাহারে,
নিরুপায়ে সদুপায়॥
সাক্ষাৎ আমায়, যদি দেখে রায়,
হবে তবে কুলে কালি।
দেখুক দর্পণে, ছায়া-দরশনে,
বংশেতে না রবে গালি॥”
এ কথা সতীর, শুনি ভূপতির,
আনন্দের নাহি পার।
অতি কুতূহলী, ধন্য ধন্য বলি,
প্রশংসা করেন তাঁর॥
“তুমি বুদ্ধিমতী, অতি সাধ্বী সতী,
রমণীর শিরোমণি।
তোমার সুযুক্তি, সুমধুর উক্তি,
শ্রবণে সৌভাগ্য গণি॥
ধিক মন্ত্রিদল, কি করে কৌশল?
অসার গণনা করি।
তুমি দেবী-অংশ, ধন্য ক্ষত্রি বংশ,
যাহে তব অবতরী॥

কিন্তু সুবদনে, এই ভয় মনে,
হইতেছে হে আমার।
মুকুরে আকৃতি, হেরিতে স্বীকৃতি,
পাবে কি সে দুরাচার?”
কহেন মহিষী, “ভাবনা ঈদৃশী,
করা হে উচিত নয়।
পরাস্ত যে জন, সন্ধি-সংস্থাপন,
তাহারি বাসনা হয়॥
রবিণ-শোসর, দিল্লীর ঈশ্বর,
যদিও পরাস্ত নহে।
তার সেনাকুল, হয়েছে আকুল,
তাহারি লিপিতে কহে॥
অতএব রায়, দর্পণে আমায়,
হেরিতে সম্মত হবে।
শত্রু-হস্তে শেষ, মুক্ত হবে দেশ,
কুরব না রবে ভবে॥”
শুনিয়ে ভূপতি, সুযুক্তি ভারতী,
মানস প্রফুল্ল অতি।
পত্র লিখি রায়, পাঠান যথায়,
পাঠান চঞ্চল মতি॥

পদ্মিনী-প্রদর্শন।

দিল্লীপতি যবন ভূপাল,
আজ তার প্রসন্ন কপাল।
সুপ্রভাত শুভ ক্ষণে, সহিত অমাত্যগণে,
পত্র পাঠে আনন্দ বিশাল॥
মোহিবারে মোহিনীর মন,
কত মত সজ্জা সুশোভন।
করিতেছে নানা অঙ্গে, কত রূপ রাগ রঙ্গে,
ভাব ভঙ্গে রমণীমোহন॥
চারু সেরপেচ শিরোপর,
ঊর্দ্ধে তার দুলিতেছে পর।
নানারূপ রত্ন তায়, নিরমল প্রতিভায়,
ঝল মল করে নিরন্তর॥
গজমুক্তাফলে কোন স্থলে,
সূর্য্যকান্ত মণিশ্রেণী জ্বলে।
কোথায় বৈদূর্য্য ভাতি, কোথা হীরকের পাঁতি,
ভানু-প্রভা হরে প্রভা ছলে॥
কষিত কাঞ্চনে সুরচিত,
নানা রত্ন রাজী বিখচিত।

কবচ শরীরে আঁটা, কটিবন্ধ হীরা কাটা,
কটিতটে কিবা বিরচিত ॥
জঘন্য নগণ্য বামাকুলে,
মণির ছটায় যায় ভুলে।
পদ্মিনী সুশীলা সতী, পতিব্রতা পুণ্যবতী,
অকলঙ্ক শশী ক্ষত্রিকুলে ॥
অতি ধন মনে মনে গণি,
পতিরূপ ধনে ধনী ধনী।
অন্য ধনে তুচ্ছ ভাব, পতিরূপ আবির্ভাব,
হৃদয় গগনে দিনমণি ॥
জ্ঞানহীন যবন কুমার,
এমন অবোধ কোথা আর?
দেখাইয়ে রত্নাবলী, পদ্মিনীর মন টলি,
হরিবারে বাসনা সঞ্চার ॥
হেথা ভীমসিংহ মহারাজ,
বার দিয়ে অমাত্য সমাজ।
মন্ত্রণা এরূপ ভাবে, কি রূপে যন্ত্রণা যাবে,
কি রূপেতে রক্ষা পাবে লাজ ॥
কোন স্থানে গিয়ে কি প্রকারে,
শত্রুর শিবিরে কি আগারে।

এই সব সহচরে, দেখাবেন দিল্লীশ্বরে,
সঙ্গে লয়ে নিজ বনিতারে ॥
অবশেষে এই স্থির হয়,
প্রকাশে দেখান যোগ্য নয়।
বিহিত নিভৃত স্থল, না থাকিবে সৈন্য দল,
রবেমাত্র নরপতিদ্বয় ॥
নয়নেতে না হইবে লক্ষ্য,
উভয় দলের সেনাপক্ষ।
আয়ুধ বিহীন রবে, না লঙ্ঘিবে সীমা সবে,
পদাতিক কিবা সেনাধ্যক্ষ ॥
চিতোর গড়ের ছয় দ্বার,
মধ্যে মধ্যে পরিখা বিস্তার।
তার মধ্যে মধ্য গড়ে, বস্ত্রের কাণ্ডার পড়ে,
কি বর্ণিব তাহার বাহার ॥
স্থানে স্থানে হীরক ঝলকে,
ভানুকরে পলকে পলকে।
মণিময় চন্দ্রাতপ, জলে রত্ন দপদপ,
যেন মেঘে দামিনী দলকে ॥
চারি ধারে গজমুকুতার,
ঝালরেতে শোভা চমৎকার।

ভিতরেতে দুই খণ্ড, সুবর্ণ মণ্ডিত দণ্ড,
স্থানে স্থানে সুশোভিত তার॥
যেখানে পদ্মিনী পৌর্ণমাসী,
প্রকাশিতা হইবেন আসি।
সেই স্থান এই রূপ, রচনা করেন ভূপ,
বিহিত গোপন অভিলাষী॥
গুপ্তরবে কামিনীর কায়া,
দৃষ্ট মাত্র হবে তাঁর ছায়া।
সহচরী-তারা-মাজে, অকলঙ্ক শশী সাজে,
উদিতা হবেন নৃপজায়া॥
সমাগত হইলে সময়,
দিল্লীপতি হইল উদয়।
অগ্রসর হয়ে রায়, আলিঙ্গিয়ে বাদশায়,
লয়ে যান করিয়া বিনয়॥
অনন্তর যবন ঈশ্বর,
প্রবেশিয়ে কাণ্ডার ভিতর।
করিলেক নিরীক্ষণ, তিন দিগে আচ্ছাদন,
এক দিগে মুকুর সুন্দর॥
দর্পণের চারু আবরণ,
ভীমসিংহ করেন মোচন।

হইল মাহেন্দ্রক্ষণ, অস্থির শাহার মন,
সচকিত হইল লোচন॥
করিতেছে ছায়া দরশন,
যেন সব মায়ার রচন।
কাঁচেতে কাঞ্চন কান্তি, চিত্ররূপে হয় ভ্রান্তি,
মোহিনী মূরতি বিমোহন॥
কভু ভাবে এমন কি হয়,
চিত্র-চক্ষে পলক উদয়?
নয়নে চাঞ্চল্য আছে, কমলে-খঞ্জন নাচে,
বিম্বাধর অশন আশয়॥
সরোরুহে হেরিলে খঞ্জন,
অধিপতি হয় সেই জন।
নৃপ হয়ে দেখে যেই, কি লাভ করিবে সেই,
ভাব দেখি হে ভাবুকগণ॥
কটুতর কটাক্ষের জোর,
গরিমা-মাদক-রসে ভোর।
যেন আহুতির গাত্র, পরশ পাইবা মাত্র,
অনল জ্বলিয়ে উঠে ঘোর॥
পরক্ষণে হেন জ্ঞান হয়,
যেন চক্ষে ঘৃণার উদয়।

বিষম অধর-ভঙ্গে, যেন যবনের অঙ্গে,
কালসর্প বিষ বরিষয় ৷৷
করি হেন রূপ দরশন,
যবন হইল অচেতন।
ছায়াতে হরিল জ্ঞান, উড়ু উড়ু করে প্রাণ,
স্বেদ বিন্দু ঝরে ঘন ঘন ৷৷
একেবারে চকিত স্থগিত,
মহীপতি হইল মোহিত।
নিপতিত মহীপরে, রাণী যান গৃহান্তরে,
সহচরীগণের সহিত ৷৷
বলিহারি মদনের বাণ,
কোথা হেন অব্যর্থ সন্ধান ?
যোগেশের যোগ-ভঙ্গ, দ্বিজরাজ ক্ষত অঙ্গ,
তৃণতুল্য হয় বলবান ৷৷
দেখি কি আশ্চর্য্য পঞ্চশর,
ত্রিলোক-বিজয়ী লঙ্কেশ্বর।
এই শরে জ্ঞানহীন, বীর-দর্প সব ক্ষীণ,
না রহিল বংশে বংশধর ৷৷
আর দেখ দেব পুরন্দর,
অস্ত্র যাঁর বজ্র ভয়ঙ্কর।

সে বাসব বজ্রধরে, অতনুর ফুলশরে,
করেছিল পশুর সোসর ৷৷
এই যে দিল্লীর অধিপতি,
বিক্রম-কেশরী মহামতি।
হেরি রূপ-প্রতিরূপ, মোহিত হইল ভূপ,
ধন্য ধন্য ধন্য রতিপতি !
না জানি কি হইত তাহার,
নিরখিলে প্রকৃত আকার।
মুগ্ধ হয়ে রূপ-রসে, পঞ্চশর পরবশে,
করিত জীবন-পরিহার ৷৷
ভীমসিংহ দুই করে ধরি,
শাহরে তোলেন শীঘ্র করি।
জ্ঞান-লাভে অচিরাৎ, পুনরায় দৃষ্টিপাত,
করিতেছে মুকুর উপরি ৷৷
শূন্য হেরি মোহন মুকুর,
উদাসে পূরিল চিত্তপুর।
বলে “হায় কোথা গেলে ? বিরহ অনল জ্বেলে,
দহিলে হে মানস বিধুর ৷৷”
এই রূপে ইন্দ্রপ্রস্থ-পতি,
বিহ্বল অতনু-শরে অতি।

ভীমসিংহে লয়ে সঙ্গে, শিবিরেতে মোহ-ভঙ্গে
ধীরে ধীরে করিলেক গতি ॥
সরল সুশীল মতি রায়,
অবিশ্বাস নাহি মাত্র তায়।
হৃদয়েতে নাহি ভীতি, রক্ষা হেতু রাজনীতি,
চলিলেন শত্রুর সভায় ॥

ভীমসিংহের বন্ধনদশা।

দারুণ দুর্নীত দুষ্ট দুরাত্মা দনুজ।
সাধে যবনেরে হিন্দু না বলে মনুজ?
অধার্ম্মিক বিশ্বাসঘাতক দুরাচার।
সকল জাতির প্রতি ঘোর অহঙ্কার ॥
কপট লম্পট শঠ পাতকে পুলক।
ন্যায়ান্যায় বোধহীন বিষম বঞ্চক ॥
সরল সুধীর হিন্দু নৃপ চূড়ামণি।
শান্তি-হেতু দেখালেন আপন রমণী ॥
রাখিবারে রাজনীতি আইলেন সঙ্গে।
সন্ধি-অভিলাষে ভাসে আহ্লাদ-তরঙ্গে ॥
দুরন্ত পাঠানপতি পেয়ে তাঁরে করে।
সেই ক্ষণে কারাগারে লয়ে বদ্ধ করে ॥

ব্যঙ্গ ছলে ঢল্যে ঢল্যে কহিছে বচন।
"এখনো পদ্মিনী আনি দাও হে রাজন ॥
যদি তারে নাহি পাই করিলাম পণ।
সকলের আগে তব বধিব জীবন ॥
পরে বিনাশিব সব কাল বেশ ধরি।
চিতোর করিব চূর্ণ গোলাবৃষ্টি করি ॥
ভৃগুরাম কৃত যথা ক্ষত্রিয়-নিধন।
রাজপুত্র-কুলে না রাখিব এক জন ॥
পশ্চাতে পদ্মিনী হরি করিব প্রস্থান।
দেখিব তখন কেটা করিবেক ত্রাণ?
ছাড়াইব হিন্দুয়ানী ব্রত পূজা যাগ।
ইমানে আনিয়ে তার বাড়াব সোহাগ ॥
তার ছায়া হরিয়াছে মম প্রাণ মন।
প্রণয়-শৃঙ্খলে তার বাঁধিব চরণ ॥
হৃদয়-মাঝারে যারে সতত ধিয়াই।
হৃদয় উপরে তারে বসাইতে চাই ॥
কে আছে আমার সম ভুবন ভিতর?
আমি তার প্রজা হয়ে যোগাইব কর ॥
দিবানিশি পূজিব প্রণয়-পুষ্পাহারে।
দেখি কে আমার এই প্রতিজ্ঞা নিবারে?

অতএব বৃথা কেন বাড়াইবে গোল।
পদ্মিনীরে এনে দাও রাখ মম বোল॥
সব দিক্ রক্ষা পাবে হইবে মঙ্গল।
একেবারে নিবে যাবে সমর অনল॥
তোমার সহায় আমি রব চিরকাল।
ক্ষত্রি-মাঝে তব তেজ বাড়িবে বিশাল॥
যদি তব জাতি মারে কোন রাজপুত।
আমি তারে তখনি করিব জাতিচ্যুত॥
যদি কেহ তুচ্ছভাবে ভাবে হে তোমারে।
একেবারে ছারে খারে দিব আমি তারে।
যবনের বাক্য শুনি ভীমসিংহ রায়।
ক্রোধে, ভয়ে, লাজে, খেদে, থর থর কা
অভিমানে অশ্রু আসি প্রকাশিতে চায়।
লজ্জা আর ক্রোধ গিয়ে রুদ্ধ করে তায়।
রাগের লোহিত রাগ উদিত নয়নে।
অনল-প্রভাবে জল থাকিবে কেমনে?
অশ্রুপথ অবরুদ্ধ, স্বেদধারা বয়।
অশ্রু যেন স্বেদ রূপে হইল উদয়॥
শীতার্ত্তের প্রায় ঘন কাঁপে কলেবর।
নয়নেতে জ্বলে কিন্তু কৃষাণু প্রখর॥

যথা উচ্চ গিরিবরে শোভা মনোহর।
নীচে হয় হিমবৃষ্টি ঊর্দ্ধে ভানুকর॥
অথবা আগ্নেয়গিরি স্বরূপ লক্ষণ।
উপরে পাবক নিম্নে হিম বরিষণ॥
ক্রমে ক্রমে সে অনল হইলে প্রবল।
সঘনে চঞ্চল করে অচল অচল॥
উগরয় অবশেষে অগ্নি রাশি রাশি।
একেবারে সমুদায় যায় তায় নাশি॥
সেরূপে নৃপতি বর্ষে বাক্য হুতাশন।
স্তব্ধ-প্রায় হইল সভাস্থ সর্ব্বজন॥
ক্ষত্রিয়ের ক্রোধানল অতি খরতর।
বলে "ধিক্ ওরে দুষ্ট যবন পামর॥
এই কি যোদ্ধার ধর্ম্ম রে রে দুরাচার?
এই কি রে রাজনীতি, ভদ্র ব্যবহার?
এই কি পৌরুষ তোর পুরুষ হইয়া?
বাদ্শাহী অধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া?
এই কি কোরাণে তোর লিখিছে ঈশ্বর?
নিপট লম্পট রীতি কুনীতি আকর॥
যায় যাক্ ছার প্রাণ, নাহি তাহে ভয়।
দেখি কোন্ সাচ্চা বাচ্ছা পদ্মিনীরে লয়?

যায় যাক্ রাজ্য ধন, যায় যাক্ দেশ।
যায় যাক্ বংশ, ক্ষত্রিকুল হোক্ শেষ ॥
কোন মতে পদ্মিনীরে না পারিবি নিতে।
কার সাধ্য অকলঙ্ক কুলে কালী দিতে?
আর কি কহিব তোরে ওরে দুষ্টমতি।
তোর চেয়ে ক্ষত্রিনারী হয় বীর্য্যবতী ॥
আমি যদি মরি তবে দেখিস্ তখন।
ভাল শিক্ষা দিবে তারা করি ঘোর রণ ॥
সমরে তেজিয়ে প্রাণ যাবে স্বর্গপুর।
তাহাতে হইবে তোর ঘোর দর্প চূর ॥
কুকুর হইয়া কর যজ্ঞঘৃতে আশা।
অসুর-কুলেতে জন্মি সুধার পিপাসা?
খদ্যোত উদ্যত হয়ে ভানু-প্রভা ধরে।
গোস্পদ আস্পদ কভু হয় রত্নাকরে?
দৈত্যদল দলনার্থ দেবীর ছলনা।
বিন্ধ্যাচলে হইলেন নবীনা ললনা ॥
দূতমুখে শুনি তাঁর রূপের ব্যাখ্যান।
হরিবারে দৈত্যনাথ হইল অজ্ঞান ॥
মরিল সবংশে শেষ চামুণ্ডার করে।
সেই রূপ রে দুরাত্মা যাবি যমঘরে ॥

দেবী-অংশে অবতীর্ণ পদ্মিনী আমার।
যবন দানব কুল করিতে সংহার ॥”
এই রূপে ভীমসিংহ করিলে উত্তর।
একেবারে ফুলে উঠে দিল্লীর ঈশ্বর ॥
সহস্র ভুজঙ্গ যেন শরীরে দংশিল।
কিম্বা কোটি করবাল হৃদে প্রবেশিল ॥
দাবানল প্রজ্বলিত নয়ন-কাননে।
ভয়ানক ভাবোদয় হইল আননে ॥
বদনে না স্ফুরে বাক্য, ওষ্ঠাধর কাঁপে।
রসনা অনল-শিখা ক্রোধানল তাপে ॥
নীরস হইল কণ্ঠ স্বর নাহি সরে।
কটমট বিকট দশনে শব্দ করে ॥
ক্ষণ পরে কহে ঘোর গর্ব্বিত বচনে।
“ওরে রাজপুত ভূত বাসনা মরণে ॥
তোর কটূত্তরে মোর নাহি কিছু ক্ষতি।
কিন্তু তোর কোন রূপে নাহি অব্যাহতি ॥
ভাল কহিলাম দুষ্ট বুঝিলি বিরূপ।
তার ফল হাতে হাতে ফলিবে স্বরূপ ॥
আমারে করিলি নিন্দা তাহে নাহি খেদ।
কোরাণের নিন্দা শুনি হয় বক্ষোভেদ ॥

শয়তানী বেদমন্ত্র বিনাশিব তূর্ণ !
তোর এক-লিঙ্গ শিবে করিব রে চূর্ণ ॥
গুঁড়া করি ছড়াইব মসৃজীদের দ্বারে।
দেখিব শয়তান বাচ্ছা কি করিতে পারে
এই ক্ষণে মম বাক্য শুন সর্ব্ব জন।
এখনি দুষ্টেরে লয়ে করহ বন্ধন ॥
পদ্মিনী না আসে যদি সপ্তাহ ভিতরে।
নিশ্চয় ইহার প্রাণ লব তার পরে ॥
সত্য সত্য কোরাণ পরশি দিব্য করি।
ভূমিস্যাৎ করো্য যাব চিতোর নগরী ॥
হিন্দু দেব দেবী আর হিন্দু নারীগণ।
ভ্রষ্ট করিবেক মম ক্রোধ-হুতাশন।”
আজ্ঞা মাত্র প্রহরী পবন-বেগে ধায়।
লৌহ নিগড়েতে বদ্ধ করিল রাজায় ॥
বেঁধে লয়ে কারাগারে করিল আটক।
শূকর-শালায় যথা পতিত হাটক ॥
দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডধর করে দণ্ডাঘাত।
বহিয়া কোমল তনু হয় রক্তপাত ॥
ধূলায় ধূসর দেহ রুধিরাক্ত তায়।
ভস্মে আচ্ছাদিত অগ্নি সম শোভা পায়

মধ্যে মধ্যে ভস্ম ভেদি প্রকাশিত ছটা।
ভস্মে কি ঢাকিতে পারে অনলের ঘটা ?
এখানে সংবাদ যায় চিতোরের গড়ে।
শুনি কথা স্বর্ণলতা আছাড়িয়া পড়ে ॥

রাণীর আর্ত্তনাদ।

“ কোথা হে প্রাণের পতি, রহিলে এখন ?
কি হবে আমার গতি, কে করে রক্ষণ ?
কি হেতু বিপক্ষ পুরে, করিলে গমন ?
কেন দেখালে মুকুরে, দাসীর বদন ?
তোমার কি দোষ নাথ, ছিল না মনন।
আমা হত্যে এ উৎপাত, হইল ঘটন ॥
কেন কহিলাম হায়! এমন বচন ?
দর্পণে আমায় রায়, দেখুক দুর্জ্জন ॥
ধর্ম্ম ভয় হীন হেন, পাপিষ্ঠ যবন।
তাহারে বিশ্বাস কেন, করিলে রাজন ?
ভাল গেল্যে করিবারে, শিষ্ট আলাপন।
বদ্ধ হল্যে কারাগারে, ওহে প্রাণধন ॥
মনে হয় চিতানলে, তেজিতে জীবন।
নিবাইতে চিত্তানলে, পারে কি দহন ?

প্রাণ ত্যজিয়াছে দাসী, করিলে শ্রবণ।
তখনি হয়ে উদাসী; ত্যজিবে জীবন॥
তোমার এ দুঃখ ভাবি, স্থির নহে মন।
মরণে অনিচ্ছা ভাবী, করিয়ে স্মরণ॥
কি করিব কোথা যাব, চিন্তা অনুক্ষণ।
কেমনে নিস্তার পাব, না দেখি লক্ষণ॥
তোমা ভিন্ন শূন্যময়, নিরখি ভুবন।
তমঃপূর্ণ সমুদয়, তুমি হে তপন॥
এসো নাথ অন্ধকার, কর হে মোচন।
দীপ্তিহীন হে আমার, হয়েছে লোচন॥"
এই রূপে রাজদারা, করেন রোদন।
অবিরত অশ্রুধারা, বরিষে নয়ন॥
দীর্ঘশ্বাস সমীরণ, ঘন প্রবহন।
শিরে করাঘাত স্বন, বজ্র নির্ঘোষণ॥
ললাটেতে বার বার, প্রহারে কঙ্কণ।
রণৎকার ধ্বনি তার, শব্দ ঝন ঝন॥
তাহে রুধিরের ধার, হত্যেছে পতন।
যেন বিজলীর হার, দেয় দরশন॥
আলুয়িত চারু বেণী, কবরী-বন্ধন।
কিবা ঘন ঘন শ্রেণী, ছাইল গগন॥

কভু যেন পাগলিনী, করেন ভ্রমণ।
যথা ভ্রমে কুরঙ্গিণী, দাবদগ্ধ বন॥
ধূলায় ধূসর তনু, নিন্দিয়া কাঞ্চন।
প্রভাত কালের ভানু, মেঘে আচ্ছাদন॥
পরিপূর্ণ শোক-স্বরে, নৃপ নিকেতন।
চারি দিগে খেদ করে, সহচরীগণ॥

ধৈর্য্য ধারণ।

ধীরা ধর্ম্মবতী যেই, তাহার লক্ষণ এই,
ধৈর্য্য ধরে বিপদ সময়।
পদ্মিনী সুধীরা সতী, নিরুপমা গুণবতী,
হইলেন সুস্থির হৃদয়॥
রাজার বিপদ শুনি, অন্তরে প্রমাদ গুণি,
কিছু কাল শোকাচ্ছন্ন মনা।
নীরদ বিগতে রবি, যেরূপ প্রখর ছবি,
সেই রূপ নৃপতি-ললনা॥
বিষাদ বারিদ রাশি, হৃদয় ঘেরিল আসি,
ঘনাচ্ছন্ন মানস তপন।
অশ্রুপথে হল্যে বৃষ্টি, হৃদয়ে সাহস-সৃষ্টি,
আর ভানু থাকে কি গোপন?

ক্ষত্রিয় কুলজা বালা, মান-মদে মাতিয়ালা,
উগ্রতর মনোবৃত্তিচয়।
বারেক ভাবেন মনে, "সঙ্গে লয়ে সেনা-গণে,
রণ-ক্ষেত্রে হইব উদয়॥
করি শত্রু জীবনান্ত, উদ্ধারিব প্রাণকান্ত,
ক্ষত্রি-কুলে রাখিব মহিমা।
যথা রঘুপতি প্রিয়া, শতস্কন্ধে বিনাশিয়া,
প্রকাশিলা অসীমা গরিমা॥"
আবার ভাবেন-রাণী, "কিবা হয় নাহি জানি,
কপালেতে কি আছে লিখন?
যবনে বিশ্বাস নাই, যাহা ভাবি ঘটে তাই,
পাছে ভূপ হারান জীবন॥
পরিহরি কুল-লজ্জা, ধরিব সমর-সজ্জা,
ইহা শুনি শত্রু দুরাশয়।
ক্রোধ-ভরে মত্ত হয়ে, যদি প্রাণনাথে লয়ে,
বধে প্রাণ নিদয় হৃদয়॥
এ সংবাদে হয়ে ক্ষুণ্ণ, আমি হব শক্তি-শূন্য,
ভয়ে পলাইবে সেনাকুল।
পড়িব যবন-হাতে, দুই কুল যাবে তাতে,
কুরব-রৌরবে রবে কুল॥

অতএব ছলক্রমে, উদ্ধারিয়ে প্রিয়তমে,
পরে বৈরি-বিনাশ-মন্ত্রণা।
যেমন দেখিছে রঙ্গ, হয় শত্রু ছত্র-ভঙ্গ,
তবে ঘুচে মনের যন্ত্রণা।"
এরূপে প্রবোধ ধরি, বার দিয়ে কৃশোদরী,
বসিলেন বাহির দেওয়ানে।
উদ্দেশিয়া দিল্লীশ্বরে, লিপিকরে লিপি করে,
মন্ত্রিগণ আদেশ প্রমাণে॥
"পতিবিনা হীন গতি, শ্রীমতী পদ্মিনী সতী,
হইবেন আজ্ঞাধীন তব।
যাবেন তোমার কাছে, এক মাত্র পণ আছে,
যেন তাঁর থাকে হে গৌরব।
ক্ষত্রি-মাজে শ্রেষ্ঠ কুল, সম্মানেতে নাহি তুল,
হিন্দু রাজচক্রবর্ত্তী পতি।
রূপসীর অগ্রগণ্য, তাঁর সম নাহি অন্য,
সবে কহে নিরুপমা সতী॥
অতএব হে তাঁহার, মান ভিন্ন ভিক্ষা আর,
নাহি কিছু তোমার নিকটে।
যাইবেন তব ঘরে, যথাযোগ্য আড়ম্বরে,
হীন বলি কলঙ্ক না রটে॥

তাঁহার সহস্র দাসী, সঙ্গে যেতে অভিলাষী,
যাবে সবে শিবিকারোহণে।
আগে যথা নরপতি, তথা করিবেন গতি,
প্রণতি করিতে শ্রীচরণে ॥
একেবারে ত্যজি পতি, বিদায় লবেন সতী,
দেখা শুনো জনমের মত।
এই মাত্র নিবেদন, রাখ যদি হে রাজন,
হইবেন তব অনুগত ॥”

শিবিরে গমন।

পদ্মিনীর পত্র পড়ি দিল্লীর ঈশ্বর।
মহাসুখ মানি মনে অস্থির অন্তর ॥
ভাবে “নাকি হেন দিন হইবে আমার।
অতুলনা ললনার হব প্রেমাধার?
মম প্রেম-সরোবরে পদ্মিনী ভাসিবে।
নয়ন তপন করে হাস্য প্রকাশিবে ॥
জীবন সার্থক হয় হেরিলে যাহারে।
রাজ-পাটে পাট-রাণী করিব তাহারে ॥
দর্পণে হেরিয়ে যারে অস্থির হৃদয়।
প্রত্যক্ষ করিব তারে একি ভাগ্যোদয়?

ভীম সিংহে বাড়াইব ভারত ভিতর।
প্রধান হইবে সেই সবার উপর ॥”
এত ভাবি চলে শাহ হেরিতে রাজারে।
যথা ভীম বন্দী-প্রায় বদ্ধ কারাগারে ॥
শাহ বলে “ওহে রায় বৃথা ভাব আর।
ক্ষমা কর, পরিহর মনোদুঃখ ভার ॥
যে পদ্মিনী হেতু আমি ত্যজি দিল্লীপুর।
আপনি সংগ্রামে রত আসি এত দূর ॥
যে পদ্মিনী হেতু কত শত জীব হত।
যে পদ্মিনী হেতু তুমি দুঃখ পাও কত ॥
যে পদ্মিনী রূপে গুণে ধন্যা মহীতলে।
যে পদ্মিনী পতিব্রতা সতী সবে বলে ॥
সেই সে পদ্মিনী দেখ লিখেছে আমায়।
ভজিবে আমায় রায়, ত্যজিবে তোমায় ॥
অতএব কেন সহ যাতনা কঠোর?
যার জন্যে চুরি কর সেই বলে চোর ॥
অবলা তরল তৃণ তরঙ্গের প্রায়।
যে দিগে বাতাস বহে সেই দিগে ধায় ॥
এই দেখ পদ্মিনীর স্বাক্ষর সুন্দর।
এই দেখ পত্র-পৃষ্ঠে রঞ্জিত মোহর ॥”

প্রথমতঃ হেঁট মুখে ছিলেন ভূপতি।
উপহাস ভাবি মুখে না ছিল ভারতী ॥
কিন্তু শেষ শুনি শব্দ স্বাক্ষর মোহর।
পত্র-প্রতি কটাক্ষ করেন নৃপবর ॥
দেখা মাত্র স্বাক্ষর হল্যেন জ্ঞানহত।
নয়নে বিঁধিল যেন শূল শত শত ॥
ধরাপাতি ধরাশায়ী ছট্ ফট্ প্রাণ।
হাস্যমুখে বাদ্শাহ করিল প্রস্থান ॥
যথা মায়া জায়া হত্যা দেখি রঘুবর।
মায়ামুগ্ধ হয়ে পড়িলেন ধরাপর ॥
নিরখিয়া নিশাচরে আনন্দ অপার।
আনন্দ মঙ্গল বাদ্য করে বার বার ॥
সেই রূপ আলাদ্দীন আহ্লাদে অস্থির।
ললিতাঙ্গী-লাভ-ভাবে লোমাঞ্চ শরীর ॥
নিজ হস্তে পদ্মিনীর লিখে পত্রোত্তর।
"ধরণী-ঈশ্বরী পদে প্রণাম বিস্তর ॥
দয়া-দানে দাস-প্রতি দিয়াছ যে আশা।
তাহে মাত্র মম প্রাণ বিহঙ্গের বাসা ॥
আমি তব আজ্ঞাধীন জান হে নিশ্চয়।
কি সাধ্য করিব তব আজ্ঞা বিপর্য্যয় ?

এ দীন সেবক তব তুমি হে ঈশ্বরী।
তব মান বাড়াইব কি সাধ্য সুন্দরি ?"
এই রূপে পত্র লিখি পাঠাইল শাহ।
পাঠ করি পদ্মিনীর বাড়িল উৎসাহ ॥
প্রাণনাথে উদ্ধারিব বিপক্ষের হাতে।
আর না বিচ্ছেদ হবে এবার সাক্ষাতে ॥
এত ভাবি পুনর্ব্বার বার দিয়ে রাণী।
ডাক দিয়ে আনিলেন প্রধান্ সেনানী ॥
গোপনেতে পরামর্শ করিলেন স্থির।
দাসী রূপে সাজিবেক যত সব বীর ॥
শিবিকারোহণে যাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া।
পদাতিকগণে যাবে শিবিকা লইয়া ॥
প্রতি যানে অস্ত্র শস্ত্র থাকিবে প্রচুর।
সময়েতে শূরত্ব দেখাবে যত শূর ॥

ভীম সিংহের পরিত্রাণ।

হেথা ভীম সিংহ রায় দেখিয়া স্বাক্ষর।
কিছু কাল মূর্চ্ছিত ছিলেন মহীপর ॥
মোহ-ভঙ্গে পুনর্ব্বার বাড়িল যাতনা।
চক্ষে অশ্রু সহ শোভে ক্রোধ-অগ্নিকণা ॥

একি বিপরীত ভাব জলে অগ্নি জ্বলে।
কবি কহে বিজলী চমকে মেঘ দলে॥
মোহ-মেঘে ক্রোধ-সৌদামিনী দেয় দেখা।
সেই হেতু জলে জ্বলে অনলের রেখা॥
ভাবে রায় "হায় হায় কি করি উপায়!
পদ্মিনী অসতী হয়ে বঞ্চিল আমায়॥
এত দিনে শাস্ত্র মিথ্যা হইল নিশ্চয়।
অবলা সরলা জাতি কোন্ মূঢ় কয়?
প্রতারিতে আমারে তাহার ছিল মনে।
সেই হেতু বল্যেছিল দেখাতে দর্পণে॥
ধিক্ ধিক্ পদ্মিনী ধরিলি মিছে নাম।
কামচরী নিশাচরী সম তোর কাম॥
কঠিন হৃদয় তোর কঠোর পাষাণ।
তোর মায়া রাক্ষসীর মায়ার সমান॥
তোর চেয়ে নিশাচরী রাখে ধর্ম্ম ভয়।
হিড়িম্বার পতি-ভক্তি কথা সুধাময়॥
তুই লো নিদয়া অতি, সূর্পনখা সমা।
মায়ায় মোহিয়ে মন ছিলে মনোরমা॥"
পুনর্ব্বার ভাবে মনে "এমন কি হয়।
আমারে বঞ্চিয়ে যাবে যবন-নিলয়?

কোন্ দোষে দোষী আমি তাহার নিকটে?
কভু নহি অপরাধী প্রকাশ্য কপটে॥
লিখেছে প্রথমে আসি দেখিবে আমায়।
জনমের মত তাহে লইবে বিদায়॥
এ কথার ভাব কিছু বুঝিতে না পারি।
কেন বা আসিবে আর, যদি হবে তারি?
বুঝি মম মনোব্যথা বাড়াইয়ে তায়।
একেবারে জ্ঞান শূন্য করিবারে চায়॥
আমারে করিয়ে ক্ষিপ্ত, লিপ্ত হবে সুখে।
ক্ষণমাত্র সন্তাপিত না হইবে দুঃখে॥
এমন কি হবে কভু তার অভিপ্রায়?
তবে কেনে লিখিয়াছে লইবে বিদায়॥
বিশেষতঃ লিখিয়াছে করি আবিষ্কার।
সঙ্গেতে সহস্র দাসী আসিবে তাহার॥
জনেক কি সাধু নাই তাহার ভিতর?
একেবারে ধর্ম্ম কি হয়েছে দেশান্তর?
অবশ্য ইহার আছে গূঢ় অভিপ্রায়।
মম ত্রাণ হেতু কোন করেছে উপায়॥
যে হোক্ রহিল প্রাণ এই প্রতিজ্ঞায়।
পদ্মিনী আসিবে যবে লইতে বিদায়॥

ধরিয়ে রাখিব দিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গন ।
কোন মতে ছাড়িব না থাকিতে জীবন ।।
তাহে যদি প্রাণ যায় কিবা দুঃখ তায় ?
জীবন ত্যজিব নিজ রমণীর দায় ।।
করিব আপন ধর্ম্ম যথাধর্ম্ম নীতি ।
সে ভুগিবে যোগ্য ফল যার যে প্রকৃতি ।।"
এখানে পদ্মিনী সতী অন্তরে বিচারি ।
ধরিলেন সামরিক বেশ মনোহারী ।।
দুই স্কন্ধে প্রলম্বিত যুগ্ম শরাসন ।
কটিতটে খর করবাল সুশোভন ।।
করে ধরিলেন শূল অতি খরসান ।
পৃষ্ঠে বাঁধা অসি চর্ম্ম, বর্ম্ম পরিধান ।।
ধরণী চুম্বিত চারু বেণী চিকণিয়া ।
বিচিত্র কিরীটে বদ্ধ করে বিনাইয়া ।।
হইল অপূর্ব্ব শোভা কি কব বিশেষ ।
যেন জগদ্ধাত্রী দেবী সমরে প্রবেশ ।।
ধন্য রাজপুত্র দেশ বীরত্ব-আশ্রম !
ধন্য ধন্য রাজপুত্র বংশ-পরাক্রম !
যেই বংশে অবতীর্ণ বীর-প্রসূ সবে ।
ধর্ম্ম-অনুরাগে মাতে সমর আসবে ।।

দূরে ফেলি বেশভূষা গন্ধ-বিলেপন ।
দূরে ফেলি বীণার বাদন-বিনোদন !
লাজ ভয় পরিহরি ধরি প্রহরণ !
আরোহি তুরঙ্গোপরি করে ঘোর রণ ।।
বীণার বাদন চেয়ে তাদের নিকটে ।
রণবাদ্য সে সময় আনন্দ প্রকটে ।।
স্বভাবতঃ যাহাদের সদা ভীত মন ।
ভীরু কুরঙ্গের তুল্য যুগল নয়ন ।।
কুসুম-চয়নে যারা শ্রান্তিমতী হয় ।
কোমলা অবলা বলি যাহাদের কয় ।।
হেন সুকুমারী নারী রণ-রঙ্গে ধায় ।
অক্ষয় বংশের ধর্ম্ম, কিছুতে কি যায় ?
ধন্য রাজপুত্র-দারা সাহস সুন্দর !
কত পুরাবৃত্তে তার ব্যাখ্যা মনোহর ।।
দেখে যদি সেনাপতি স্বীয় প্রাণেশ্বর ।
সমরে শত্রুর করে ত্যাজে কলেবর ।।
সে সময়ে অশ্রুজল না করে মোক্ষণ ।
পতি-পদ ধরি করে সেনার রক্ষণ ।।
যদি কেহ পলায় নিস্তার নাহি তার ।
দলে বলে গিয়ে করে শত্রুর সংহার ।।

পতি-ঋণ-পরিশোধ করণ তৎপর।
রাজপুতনীর তুল্য কে আছে অপর?
এই রূপ পদ্মিনী প্রাণেশ পরিত্রাণে।
চলিলেন শত্রুর শিবির-সন্নিধানে ॥
আজ্ঞা পেয়ে নারীবেশ ধরে সেনাগণ।
পুষ্প-কোলে লুকাইল বরটা যেমন ॥
ভিতরে কবচ আঁটা উপরে ঘাঘরা।
উড়ানীতে ঢাকে মুখ বীর-চিহ্ন ভরা ॥
রমণী পুরুষ সাজে, পুরুষ রমণী।
যাহার কৌশল, ধন্য ধন্য সেই ধনী!
শুভক্ষণে করে রাণী শিবিকারোহণ।
চারি দিগে ছদ্মবেশ যত সেনাগণ ॥
পদ্মিনীর আগমন-সংবাদ পাইয়া।
অতি সুখী দিল্লীপতি, দুরু-দুরু হিয়া ॥
শিবিরে দিতেছে ঢেঁড়ি, যত সৈন্যদলে।
"আজি সবে রত হয় আনন্দ মঙ্গলে ॥
পাঠাও নিশান ডঙ্কা পদ্মিনী-সম্ভ্রমে।
ত্রুটিমাত্র যেন নাহি হয় কোন ক্রমে ॥
রচহ বিবিধ ফুলে ফাটক সুন্দর।
ছিটাও সকল পথে গোলাব আতর ॥

করহ আতস-বাজী অশেষ প্রকার।
নৃত্য গীত বাদ্য ভাণ্ড যা ইচ্ছা যাহার ॥
এরূপে পদ্মিনী-মন মোহিবারে শাহ।
সেনার সাগরে তোলে আনন্দ প্রবাহ ॥
হেন কালে রাজদারা আসি সমুদিত।
শিবিকাসহস্রে চারি ধার সুমুদ্রিত ॥
প্রহরি সকলে গেল নৃপে পরিহরি।
পতি-কারাগারে ধীরে প্রবেশে সুন্দরী ॥
দেখি ভীম, ভীমবেশে ভামিনী রমণী।
বিস্ময়েতে অভিভূত হইলা অমনি ॥
ভাবিছেন "কি ভাব প্রভাব পদ্মিনীর।
বীরবেশে ঢাকি কেন কোমল শরীর?
নিশ্চয় এসেছে মম উদ্ধার-কারণ।
আমি তারে বৃথা নিন্দিলাম এত ক্ষণ ॥"
এই রূপ নব ভাব মানসে উদয়।
পূর্ব্ব প্রতিকূল ভাব পাইল বিলয় ॥
প্রণত পদ্মিনী সতী পতির চরণে।
গলিত সহস্র ধারা রাজার নয়নে ॥
রাণীরে লইয়ে কোলে মধুর বচনে।
শীতল করেন রায় অমিয় সিঞ্চনে ॥

রাণী কন "হেঁ রাজন্ নাই হে সময়।
এস্থানে তিলেক আর বিলম্ব না সয়॥
অনুরাগ এ সোহাগ কালে ভাল লাগে।
চল নাথ শত্রু হস্তে মুক্ত করি আগে॥"
এত বলি চারুনেত্রা পতিকরে ধরি।
বেগে ধান শত্রুর শিবির পরিহরি॥
অদূরেতে সুসজ্জিত ছিল দুই হয়।
দম্পতী উঠেন তায় অভয় হৃদয়॥
খরতর তুরঙ্গ ছুটিল তীর প্রায়।
পবনেরে উপহাস করি কিবা ধায়॥
যেই অশ্বে আরোহিলা ভূপ গুণধাম।
বিখ্যাতি কেশর-কেলী সে অশ্বের নাম॥
পলকেতে পয়স্বিনী-পারে যেতে পারে।
কলিত কেশর চারু চামর আকারে॥
পদ্মিনীর প্রিয় হয় শ্রীপঞ্চ-কল্যাণ *।
বাজীর সমাজে সেই প্রধান শ্রীমান্॥
অসিত বরণ যেন দলিত অঞ্জন।
কিবা অপরূপ গতি নয়ন-রঞ্জন॥

* যে অশ্বের পাদ চতুষ্টয় এবং নাসিকোর্দ্ধভাগ শ্বেতবর্ণ হয়, তাহার নাম পঞ্চ-কল্যাণ; সেই অশ্ব এতদ্দেশীয় তুরঙ্গ-পরীক্ষকদিগের মতে অতি সুলক্ষণাক্রান্ত।

চলিল যুগল অশ্ব, দম্পতী লইয়া।
প্রভু-পরিত্রাণ-হেতু প্রফল্ল হইয়া॥
মধ্য দিয়া যায় ঘোড়া, দুই পাশে যান।
শত্রুর শিবিরে কেহ না পায় সন্ধান॥
চপলার প্রায় তেজে প্রবেশে নগরী।
পতি-সহ-পুরী-প্রাপ্ত পদ্মিনী সুন্দরী॥
রাজগৃহে হয় নানা মঙ্গলাচরণ।
প্রেরিত প্রমথনাথে পূজা আয়োজন॥
"হর হর হর *" শব্দে পূরিল গগন।
গোধন কাঞ্চন দান লভে দ্বিজগণ॥
সজ্জিত সকল সৈন্য কত মত সাজে।
ত্রিপোলিয়া দ্বারোপরি নওবত বাজে॥
হেথা পাঠানের পতি কাল-গৌণ পরে।
সন্দেহ-উদয়ে, হয়ে অস্থির অন্তরে॥
চঞ্চল চরণে চলে রাজা ছিল যথা।
দেখে শূন্যময় গেহ, কেহ নাই তথা॥
একেবারে উন্মত্ত হইল নরবর।
ফেন-লালাবৃত মুখ, চক্ষে বৈশ্বানর॥

* রাজপুতদিগের যুদ্ধনাদ।

যথা অহি-বিবরে করিলে দণ্ডাঘাত।
গরজিয়ে বিষধর উঠে তৎক্ষণাৎ॥
অথবা মৃগেন্দ্র, মৃগ করিয়া নিপাত।
আহারের কালে যদি হারায় দৈবাৎ॥
সেই রূপ ক্রুদ্ধ চিত্ত দিল্লীর ঈশ্বর।
থর থর কাঁপিতে লাগিল কলেবর॥
ঘোর নাদে কহিতেছে “শুন সৈন্যগণ।
আসিয়াছে পদ্মিনীর দাসী যত জন॥
সকলের জাতি মার যথা স্বেচ্ছাচার।
পিছে সমুচিত ফল লইব ইহার॥”
আজ্ঞামাত্র সেনাকুলে আনন্দ বিপুল।
সঙ্গিনী-কুলের কুল খাইতে আকুল॥
কবি কহে এত নহে নারীকেলী কুল।
কুলের পাতায় ঢাকা কণ্টকের কুল॥
যেমন যবন খুলে শিবিকার দ্বার।
অমনি গরজি উঠে ক্ষত্রিয় হাজার॥
মুখ-মধু-আশে কেহ শিবিকায় ঢুকে।
ছদ্মবেশী দাসী তার গুলি মারে বুকে॥
কেহ আলিঙ্গন-সুখ অন্বেষণ করে।
খর তরবার-চোটে নিমিষেকে মরে॥

কেহ বা ঘোমটা খুলে নিরখিতে মুখ।
যেমন ফিরিয়া যায় হইয়া বিমুখ॥
অমনি পড়িল গাঁথা বল্লমের ফলে।
বাধিল বিষম যুদ্ধ দুই শত্রুদলে॥

ঘোরতর যুদ্ধ।

রণভূমে মহাধুমে উড়িল পতাকা।
লোহিত ফলকে তার ভানু-মূর্ত্তি আঁকা॥
নিরন্তর প্রিয়তর রাজন্যের ঠাঁই।
প্রাণপণে সযতনে রক্ষা করে তাই॥
অকাতরে শত্রু-করে দিবে প্রাণদান।
তথাপি না ছাড়ে কভু বংশের নিশান॥
ঘেরি তায় দাঁড়াইল যত বীরবর।
কল্পতরু বেড়ি যথা অমর-নিকর॥
দাড়িমী কুসুম-নিভ, অতি সুমধুরা।
এক পাত্রে, পাত্রভেদে ফিরিতেছে সুরা॥
পানমাত্র ফুল্লগাত্র নব ভাবে টলে।
এমনি আশ্চর্য্য ফল সুধাস্বাদে ফলে॥

মানসে ধিয়ায় সবে রণ-ক্ষেত্রে মরি।
পাইবে আনন্দধাম অমর-নগরী ॥
সুরনারী বিদ্যাধরী অপ্সরা-নিকর।
স্বর্গদ্বারে প্রতীক্ষা করিছে নিরন্তর ॥
প্রতাপীপুঞ্জের প্রেম-প্রাপণ-কারণ।
পরিতেছে চারু অঙ্গে নানা আভরণ ॥
এদিগে সমর-সজ্জা হয় মহীতলে।
ও দিগে বাসকসজ্জা অমরীমণ্ডলে ॥

একাবলী।

মুকুট মুড়িছে ধনুক-ধারী।
বেণী বিনায়িছে সুরকুমারী ॥
বাজে বীরঘণ্টা কিরীট-মূলে।
কবরী কলিত কর্ণিকা-ফুলে ॥
লৌহময় জালে মুকুট টেড়া।
মুকুতার হারে কুন্তল বেড়া ॥
তরবার শাণে ক্ষত্রিয়গণ।
অমরী নয়নে পরে অঞ্জন ॥
গরল বিরাট শর-ফলকে।
তিলক ভাবিনী-ভালে ঝলকে ॥

সাজোয়া শোভিছে যতেক শূরে।
কাঁচলী-কষণ অমরপুরে ॥
হেথা রাজপুৎ ঝাঁপিছে ঢাল।
হোথায় উন্নত কুচ বিশাল ॥
হেথা বাঘ-নখে অঙ্গুলী সাজে।
হোথা মণিময় কঙ্কণ বাজে ॥
বীরগণ করে বল্লম ভাঁজে।
বরমালা দেবী-করে বিরাজে ॥
রাজন্যের গলে রুদ্রাক্ষ-মালা।
রত্ন-হার পরে অমরবালা ॥
ক্ষত্রিয় দিতেছে ধনুকে গুণ।
কামিনী কটাক্ষ-শরে নিপুণ ॥
তুরঙ্গ সাজায় ক্ষত্রিয়গণ।
অপসরা করিছে রথ-শোভন ॥
আসিবে তাহাতে শূরেন্দ্র-দল।
সুরেন্দ্র-ভবন হবে উজ্জ্বল ॥
এই রূপ ধ্যান করি মানসে।
সমরে সকলে যায় সাহসে ॥
ধন্য রে ধরমে রতি অপার!
তা ভিন্ন এ ভবে আছে কি আর?

ভুজঙ্গ প্রয়াত।

মহা ঘোর যুদ্ধে মুসল্মান মাতে।
দিবা রাত্রভেদে ক্ষমা নাহি তাতে ।।
সহস্রেক যোদ্ধা চিতোরেশ-পক্ষে।
বিপক্ষের পক্ষে যুঝে লক্ষ লক্ষে ।।
বহে রক্ত-ধারা বুঁদেলা-শরীরে।
হয় স্নাত সেনা ঘন স্বেদনীরে ।।
গুড়ুম্ গুম্ গুড়ুম্ গুম্ মহাশব্দ তোপে।
পড়ে সৈন্য ঠাটে তরোবার-কোপে ।।
গুলী পূর্ণ বন্দুক সঙ্গীন জাঁকে।
দুড়ু দ্দুড়ু দুড়ু দ্দুড় হুড়ু মুড় হাঁকে ।।
করে বাদ্য নানা শিঙ্গা ঢোল ঢাকে।
রণক্ষেত্র-ধূলা রবের্লোক ঢাকে ।।
শনন্ শন্ শনন্ শন্ গুলীপুঞ্জ ছোটে।
সিপাহীর বক্ষে শিলাবৃষ্টি ফোটে ।।
মহা চণ্ড গোলা সদা ধায় বেগে।
প্রহারের চোটে সবে যায় ভেগে ।।
ছুটে মাতয়ালা করীযূথ রেগে।
চলে তার ঊর্দ্ধে বৃহত্তোপ দেগে ।।

তুরঙ্গে তুরঙ্গী করে ঘোর যুদ্ধ।
মহাগ্নাগ্নি-ধূমে হল্যো দৃষ্টিরুদ্ধ ।।
ধরা স্তব্ধ শব্দে মরে জীব তাহে।
নদী-বেগ বর্দ্ধিষ্ণু রক্ত-প্রবাহে ।।
শবস্তূপ-পার্শ্বে শবাহারি-সঙ্ঘ।
মহানন্দ-লাভে করে রঙ্গভঙ্গ ।।
কুতঃ ফেরুপালে, পিয়ে রক্তধারা।
অপর্য্যাপ্ত ভোজ্যে মনস্তৃপ্ত তারা ।।
চিতোরের সেনা যুঝে বিক্রমেতে।
জনাভাব হেতু প্রভীত, ক্রমেতে ।।

বাদশাহের সমর-বিজয়।

বল বল বলে ধরাতলে,
লোকবল বল মাত্র ফলে।
সেই বলে যেই বলী, বলবান তারে বলি,
যদি বল প্রকাশে কৌশলে ।।
ধৈর্য্য বীর্য্য সাহস সম্বল,
কি করিবে শুদ্ধ এ সকল?
কত ক্ষণ থাকে ধৈর্য্য, কত ক্ষণ বীর্য্য-স্থৈর্য্য,
কত ক্ষণ শরীরের বল?

বলাধান প্রধান মাতঙ্গ,
তৃণ দল বাঁধে তার অঙ্গ।
সুরাসুর এক মতে, মন্দরে সাগর মথে,
রজ্জু যাহে বাসুকী ভুজঙ্গ ॥
একতায় হিন্দু রাজগণ,
সুখেতে ছিলেন অনুক্ষণ।
সে ভাব থাকিত যদি, পার হয়ে সিন্ধু নদী,
আসিতে কি পারিত যবন?
এখানেতে দিল্লীর সম্রাট্,
সঙ্গে অগণিত সৈন্যঠাট।
যেন পঙ্গপাল দল, ছাইল সকল স্থল,
কিবা মাঠ, কিবা ঘাট বাট ॥
রাজপুৎ সেনানী হাজার,
পদাতিক চারি গুণ তার।
শত্রুসংখ্যা অগণন, তাহাতে সম্মুখ-রণ,
কত ক্ষণ করিবেক আর?
অরুণ-উদয়ে তারাগণ,
একে একে অদৃশ্য যেমন।
সেরূপ ক্ষত্রিয়গণে, যুদ্ধ করি প্রাণপণে,
ক্রমে ক্রমে পাইল পতন ॥

বিক্রমেতে এক এক বীর,
কত শত কাটি শত্রুশির।
শরাঘাতে জর জর, শক্তি-শূন্য কলেবর,
পরিশেষে ত্যজিল শরীর ॥
চিতোরের সেনানী-প্রধান,
গোরা নামে খ্যাত মতিমান।
বিনাশি সহস্র অরি, খর শর-শয্যা করি,
ভীষ্ম-প্রায় ত্যজিলেন প্রাণ ॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গুণধর,
দ্বাদশ বর্ষীয় বীরবর।
বাদল তাহার নাম, বীরত্ব ধীরত্ব ধাম,
যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর ॥
চপলার প্রায় যথা তথা,
অতি বেগে ধায় মহারথা।
যেন প্রলয়ের ঝড়ে, অসংখ্য যবন পড়ে,
বিক্রমের কি কহিব কথা?
সঙ্গে মাত্র নাহি সহচর,
সমর করিলে একেশ্বর।
নাহি স্থান-নিরূপণ, বরিষয়ে প্রহরণ,
যথা দেখে যবন-নিকর ॥

নব অনুরাগের অনল,
প্রজ্বলিত মানস কমল।
তুরঙ্গে ত্বরিত ছোটে, খর শর অঙ্গে ফোটে,
নহে মাত্র তাহাতে বিকল ৷৷
হেরি দিল্লীপতি ক্রোধে জ্বলে,
উপনীত হয়ে রণস্থলে।
মুখে শব্দ "মার মার," বাদলের চারি ধার,
ঘেরিল অগণ্য সৈন্যদলে ৷৷
যথা ব্যূহ রচি সপ্তরথী,
অভিমন্যে বদ্ধ করে তথি।
সেই রূপ বাদলেরে, ঘেরিলেক কত ফেরে,
রাজপুত্রসেনা-সিন্ধু মথি ৷৷
বাদলের বারিধারা-প্রায়,
পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়।
বর্ম্মে চর্ম্মে ঠেকে বাণ, হয়ে শত শত খান,
অবিরত পড়িছে ধরায় ৷৷
হেন কালে নিশা-আগমন,
অস্তাচলে চলিল তপন।
তিমিরে পূরিল বিশ্ব, কিছুই না হয় দৃশ্য,
অস্থির হইল সেনাগণ ৷৷

একে শরাঘাতে হত-বল,
তাহে ক্ষুধা তৃষ্ণায় চঞ্চল।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির ঝরে, ললাটেতে স্বেদ ক্ষরে,
বিকল হইল সৈন্য দল ৷৷
বীরশিশু সাহসে যুঝিয়া,
উপযুক্ত সময় বুঝিয়া।
জীবনাশা পরিহরি, একদিগ লক্ষ্য করি,
আক্রমণ করিল গর্জ্জিয়া ৷৷
ব্যূহভেদ করি শিশু ধায়,
তিমিরে অলক্ষ্য তার কায়।
অতিশয় ক্লান্ত দেহে, যেমন প্রবেশে গেহে,
মূর্চ্ছাগত অমনি ধরায় ৷৷
হেরি পুরবাসিনী সকলে,
"হায় কি হইল" সবে বলে।
বাদলের মাতা আসি, নয়নের জলে ভাসি;
ধূলায় লুটায় সেই স্থলে ৷৷
কত ক্ষণ গতে এপ্রকারে,
মোহ-ত্যাগ করায় তাহারে।
প্রকাশি নয়নাম্বুজ, প্রসারিল দুই ভুজ,
জননীর কোলে যাইবারে ৷৷

জননী অমনি তায়, মণিপ্রাপ্ত ফণি-প্রায়,
কোলে লয় চুম্বিয়ে বদনে।
বলে “ওরে বাছাধন, হেরিব ও চন্দ্রানন,
এমন ছিল না আর মনে ॥
হাঁরে একি অসম্ভব, কাল-প্রায় শত্রুসব,
তুই অতি বয়সে শৈশব।
কেমনে করিলে রণ? দুরন্ত যবনগণ,
কালানল প্রায় সে আহব ॥
করি-প্রায় তারা বলী, তুই রে কমলকলি,
সুকোমল ননীর পুঁতলী।
ভাবিয়াছি এত ক্ষণ, বুঝি ওরে বাছাধন,
ফাঁকি দিয়ে গিয়াছ রে চলি ॥
শরবিদ্ধ দেহময়, ইহা কিরে প্রাণে সয়?
রুধির বহিছে ধীরে ধীরে।
বিধি কি পাষাণ দিয়ে, গঠিল যবন-হিয়ে?
ধিক ধিক ধিক যত বীরে ॥”
প্রবোধিয়ে জননীরে, কহিছে বালক ধীরে,
“তব গর্ভে জন্মেছি যখন।
বিধাতা আমার ভালে, লিখিয়াছে সেই কালে,
আমার ব্যবসা হবে রণ ॥

ধরাধামে ক্ষত্রি বংশ, শৌর্য্য বীর্য্য অবতংস,
তাই প্রিয় জ্ঞান করি তারে।
শত্রু-হস্তে মুক্ত দেশ, যশোলাভ হয় শেষ,
কত গুণ কে কহিতে পারে?
রণে যেই ত্যাজে প্রাণ, ধন্য সেই পুণ্যবান,
কেবল কৈবল্য তার স্থান।
জীবনে মরণে যশ, পরিপূর্ণ দিগ দশ,
কভু তার নাহি অবসান ॥”
এই রূপ আলাপনে, প্রসূতি পুত্রের সনে,
সুখে কাল করেন হরণ।
হেন কালে দ্রুত-গতি, গোরার প্রেয়সী সতী,
তথা আসি দিল দরশন ॥
শ্রাবণের ধারাকারা, নয়নে বহিছে ধারা,
পতির সংবাদ জানিবারে।
বাদলে লইয়ে কোলে, কহিছে মধুর বোলে,
বিম্বাধর চুম্বি বারে বারে ॥
“কহ ওরে বাছাধন, কেমন হইল রণ,
কোথা তোর পিতৃব্য এখন?
একত্রে দুজনে গেলি, একা ঘরে ফিরে এলি,
তিনি কিরে হল্যেন নিধন?”

বাদল কহেন মাতা; "আজ নিদারুণ ধাতা,
চিতোরের সর্ব্বনাশ-হেতু।
হরিল সকল গর্ব্ব, ক্ষত্রিকুল হল্যো খর্ব্ব,
ভাঙ্গিয়াছে বীরত্বের সেতু ॥
কিন্তু খুল্লতাত মোর, যে রূপ সংগ্রাম ঘোর,
করিলেন কহিতে ভয়াল।
সে রূপ বীরত্ব আর, ধরাধামে হওয়া ভার,
খ্যাতি তাঁর রবে চিরকাল ॥
আমি শিশু ক্ষুদ্রমতি, রণ-রীতে অজ্ঞ অতি,
কিছু কাল ছিলাম দোসর।
আমার বিপদ দেখি, যুঝিলেন একাএকী,
প্রবেশিয়ে শত্রুর ভিতর ॥
সংগ্রাম হইল ভারী, অসংখ্য বিপক্ষ মারি,
সহস্র আঘাতে জর জর।
শত্রু-শবে শির রাখি, শরজালে অঙ্গ ঢাকি,
কাল নিদ্রাগত বীরবর ॥"
পতির নিধন বাক্যে, অশ্রুধারা সরোজাক্ষে,
স্থগিত হইল সেই ক্ষণ।
কাতরা না হয়ে সতী, হৃদয় প্রফুল্ল অতি;
বাদলেরে কহিছে বচন ॥

"কি হেতু বিলম্ব আর? স্বার্থ ধর্ম্ম ব্যবহার,
শুন ওরে প্রাণের নন্দন।
আমার বিলম্বে পতি, হবেন চঞ্চল মতি,
কর শীঘ্র চিতা-আয়োজন ॥
কি রূপে রে যাদুমণি! সেই বীর-চূড়ামণি,
শত্রু-সহ করিলেন রণ।
এই কথা শুনিবারে, এত ক্ষণ দেহাধারে,
ওরে বাছা রেখেছি জীবন ॥"
এত বলি গৃহে গিয়া, চিতা-সজ্জা সাজাইয়া,
দিবাকরে করিয়ে প্রণতি।
প্রদক্ষিণ করি চিতা, অনলে যেমন সীতা,
সাহসে প্রবেশে পুণ্যবতী ॥

পুনর্যুদ্ধ ও দৈববাণী।

যুদ্ধে যুদ্ধে বহুতর, গতপ্রাণ বীরবর,
অগণিত সেনার নিধন।
ক্ষীণবল দিল্লীপতি, স্বস্থানে করিয়া গতি,
করে পূর্ব্বমত আয়োজন ॥
পরিগতে সম্বৎসর, করি পূর্ব্ব আড়ম্বর,
পুনঃ প্রবেশিল রাজ-স্থানে।

রাজপুত্র বীর যত, সমধিক ভাগ হত,
যুদ্ধ করি বিহিত বিধানে ৷৷
সে ক্ষতি না হত্যে পূর্ণ, পুনর্ব্বার আসি তূর্ণ,
শত্রু ঘোর ঘিরিল প্রাচীর ।
হের হে পথিকবর! দক্ষিণ শেখরোপর,
যথায় পরিখা সুগভীর ৷৷
তথায় বুরুজ ভাঙ্গি, যবন উঠায়ে চাঙ্গী,*
নগরেতে করিল প্রবেশ ।
শুনি ভীমসিংহ রায়, দাবদগ্ধ মৃগ-প্রায়,
নিরাশায় পূর্ণ বক্ষোদেশ ৷৷
শত্রু-সেনা-সিন্ধু মথি, হত যত মহারথী,
মরিল সাহসি সেনাগণ ।
অস্থির হল্যেন নৃপ, অন্তরেতে শোক-দীপ,
খরতর জ্বলে অনুক্ষণ ৷৷
অবিরত চিন্তানলে, হৃদয় কানন জ্বলে,
দগ্ধ তাহে মানস কুরঙ্গ ।
দিবানিশি সমভাব, প্রসন্নতা তিরোভাব,
দিন দিন বিমলিন অঙ্গ ৷৷

* স্বর্ণনির্ম্মিত চক্রাকার রাজসজ্জাবিশেষ।

ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা শান্তি, গতসর্ব কত ভ্রান্তি,
হৃদয়ে উদয় প্রতিক্ষণ ।
বসিয়ে বিজন স্থলে, সিক্ত হয়ে অশ্রুজলে,
হেঁট মুখে করেন রোদন ৷৷
একদা ক্ষণদা-গতে, আলস্য নয়ন-পথে,
করিলে পলক-দ্বাররোধ ।
দেখিলেন কালীমূর্ত্তি, স্তম্ভ হত্যে পেয়ে স্ফূর্ত্তি,
কহিতেছে বচন সক্রোধ ৷৷
"শুন ভীম বাক্য মোর, মঙ্গল হইবে তোর,
যদি ক্ষুধা নিবার আমার ।
ক্ষুধায় জ্বলিয়া মরি, দেরে খাদ্য ত্বরা করি,
নর-মেদ-রক্ত-উপহার ৷৷"
রাজা কন "হে চামুণ্ডে! অগণিত সৈন্যমুণ্ডে,
ক্ষুধাশান্তি না হল্যো তোমার ।
আর কি খাইবে কালি? সকলি দিয়াছি ডালি,
রক্ষ রাজ্য হয় ছারখার ৷৷"
দেবী কন "মহাযশ, আছে পুত্র একাদশ,
মম গ্রাসে কর সমর্পণ ।
পরিতৃপ্ত হব তায়, তোমার ঘুচিবে দায়,
যদি রাখ আমার বচন ৷৷

তিন দিন পুত্রগণে, বসাইয়া সিংহাসনে,
রাজ্যাস্পদে করিবে বরণ।
ক্রমে-একাদশ জন, প্রাণপণে করি রণ,
মম-গ্রাসে হইবে পতন ॥”
এত বলি অন্তর্হিতা, হইলা অপরাজিতা,
মোহ যায় ভীম সিংহ রায়।
মূর্চ্ছা-ভঙ্গে ভাবে ভূপ, “একি ভয়ঙ্কর রূপ,
এখনো শঙ্কায় কাঁপে কায় ॥
একি মম কর্ম্ম-ভোগ, জাগ্রতে স্বপন-যোগ,
নয়নেতে নাহি নিদ্রালেশ।
মম দুর্গ-অধিষ্ঠাত্রী, সকল মঙ্গলদাত্রী,
দেখা দিল ধরি ভীমবেশ ॥
করেছি কি অপরাধ? পদে পদে কি প্রমাদ,
হায় হায় কি করি উপায়?
দেবী নিশাচারী-প্রায়, পুত্রগণে খেতে চায়,
হায় দুঃখ কহিব কাহায়!
যেই নন্দনের লাগি, সংসারেতে অনুরাগী,
হয়ে লোক চাহে ধন জন।
এমন নন্দনগণে, কালীগ্রাসে সমর্পণে,
রাজ্যে মোর কিবা প্রয়োজন?”

চিন্তা করি এই রূপ, বাহির দেওয়ানে ভূপ,
বার দিয়ে বসিলেন গিয়া।
পাত্র-মিত্র-সন্নিধান, কহিলেন মতিমান্,
কালিকার বাক্য বিবরিয়া ॥
শুনিয়ে অমাত্যগণ, করিতেছে নিবেদন,
মনে মনে মানিয়ে বিস্ময়।
“হয় হেন অনুভাব, চণ্ডিকার আবির্ভাব,
প্রকৃত ঘটনা কভু নয় ॥
বিষম বিপদ কালে, চিন্তারূপ মেঘজালে,
জড়িত বিজ্ঞান বিভাকর।
অনাহারে অনিদ্রায়, শরীরের বল যায়,
অচেতন ইন্দ্রিয়-নিকর ॥
জাগ্রতে স্বপ্নের ভোগ, চক্ষে মিথ্যা-দৃষ্টি-যোগ,
শ্রুতি-পথে মিথ্যা স্বর বাদে।
মিথ্যা ভয়ে চিন্তাকুল, বাতুলের সমতুল,
হয়ে লোক কভু হাসে কাঁদে ॥
এই হেতু বোধ হয়, বিভীষিকা সত্য নয়,
কালী কেন হইয়া নিদয়া।
কহিবেন হেন বাণী? যেই বরাভয় পাণি,
তব রাজ্য-পদ্মে পদ্মালয়া ॥

তবে সে বিশ্বাস হয়, সভাজন সমুদয়,
সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ যদি হন।
থাকিব সকলে সাক্ষ্য, কহিলে দারুণ বাক্য,
তবে যথা কর্ত্তব্য সাধন ॥”

পুত্রদিগের সহিত পরামর্শ।

অমাত্যগণের এই বাক্য পরিশেষে।
দৈববাণী অমনি হইল শূন্যদেশে ॥
“ওরে রে পাষণ্ডগণ কর অবিশ্বাস।
এই পাপে চিতোরের হবে সর্ব্বনাশ ॥”
শুনিয়ে হইল সবে স্তম্ভিতের প্রায়।
চিত্র পুত্তলিকামত অচেতন কায় ॥
চকিত-স্থগিত নেত্রে ঊর্দ্ধ দিগে চায়।
বিনা মেঘে ঘোর শব্দ শুনিবারে পায় ॥
দিবস তিমিরে পূর্ণ, রক্ত ছটা রবি।
ঘন ঘন দেখা দেয় বিজলীর ছবি ॥
ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প, চঞ্চল সকল।
যেন ধরা চূর্ণ হয়ে যাবে রসাতল ॥
হইল শোণিত বৃষ্টি, কাঁদে শিবাগণ।
ভাঙ্গিল বিষম ঝড়ে বন উপবন ॥

ভয়ে ভীম সিংহ ভূপ ভাবিয়ে ভবানী।
কাতরে কুমারগণে কহিছেন বাণী ॥
“আর কেন বিলম্ব, সকলে অস্ত্র ধর ?
এনব বয়সে সব মায়া পরিহর ॥
ধন জন যৌবন জীবন পরিবার।
সকলের আশা-সুখ কর পরিহার ॥
চল সবে সমর করিব প্রাণপণে।
রাখিব জাতীয় ধর্ম্ম রুধির-তর্পণে ॥
কুল-ধর্ম্ম রাখিতে জীবন যদি যায়।
জীবনের সার্থকতা, ক্ষতি কিবা তায় ?
কুলের কলঙ্ক কে দেখিবে ক্ষত্রি হয়ে ?
রাজপুত-সুতা যাবে যবন আলয়ে ?
বিশেষে পদ্মিনী সতী প্রেয়সী আমার।
যদিও তোমরা নহ গর্ব্ভজ তাঁহার ॥
তথাপি সবার প্রতি মাতৃ-ভাব ধরি।
সদাকাল সমস্নেহে পালিল সুন্দরী ॥
প্রসূতি-সমান ভক্তি করিয়াছ সবে।
এখন করিলে রক্ষা ধন্য বলি তবে ॥”
শুনিয়ে পিতার বাক্য নির্ভয় হৃদয়।
ধরিল সমর-সজ্জা রাজপুত্র-চয় ॥

হায় একি পরিতাপ ? একি মনঃক্লেশ
মৃত্যু-মুখে পুত্রে যেতে পিতার আদেশ ॥
যৌবন, সাহস, বীর্য্য, রূপ, গুণ ধর।
এক নহে যেন একাদশ দিনকর ॥
এ হেন কুমার-চয় মরিবে অকালে।
হায় হায় কি দুর্ভাগ্য তাঁদের কপালে !
দুষ্টের অনিষ্ট চেষ্টা পূরণ কারণ।
হেন বীর রত্ন-চয় পাবে কি নিধন ?
পরম পৌরুষ ধর্ম্ম দেশ-হিতৈষিতা।
ক্ষত্রিয়ের বীর-বৃত্তি চির প্রশংসিতা ॥
এ সকল সাধু ধর্ম্ম ব্যর্থ যদি হবে।
বিধাতার বিধানেতে ন্যায় কোথা তবে ?
দুষ্ট যবনের পক্ষে অধর্ম্ম কেবল।
মহা পাপ-মেঘমালা মানসে প্রবল ॥
কি কদাশে চিতোরেতে আইল পামর ?
হত যাহে সহস্র সহস্র নারী নর ॥
স্মরিলে সহসা হয় এই প্রশ্নোদয়।
এমন দুরাত্মা লব্ধ হবে কি বিজয় ?
তবে সেই শাস্ত্র বাক্য রহিবে কোথায় ?
"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" গীতার গাথায় ॥

অরিসিংহের যুদ্ধ।

দুর্গের দ্বিতীয় দ্বারে মহীপতি আসি দেন বার।
বসিল ঘেরিয়া তাঁরে তারাকারে এগারো কুমার ॥
সেই দিন রাজা তথা পরিহরি ছত্র সিংহাসনে।
রাজ্য-পাটে যথাবিধি বরিলেন প্রথম নন্দনে ॥
অরিসিংহ নাম তাঁর, অরি পক্ষে সিংহের সমান।
তিন দিন পরে শূর সসৈন্যেতে রণভূমে যান ॥
ঘোরতর রাগ-নাগ-গরলে অন্তর জর জর।
অদ্ভুত বীরত্ব বীর দেখালেন শত্রুর ভিতর ॥
কোটি কোটি তারা-মাঝে মৃগাঙ্কের প্রভাব যেমন।
অস্থির শত্রুর দল চারি দিগে করে পলায়ন ॥
কিন্তু সে পাঠান সেনা সীমাহীন সিন্ধুর সমান।
সহস্র সোয়ার মাত্র কুমারের সহিত যোগান ॥
যেন কোটি ক্রৌঞ্চ সহ সহস্র মরাল যুদ্ধ করে।
বিশেষে যবন সৈন্য উঠিয়াছে গড়ের উপরে ॥
যথা শেফালিকা ফুল বিতরিয়া গন্ধ মনোহর।
প্রভাতে নিস্তেজ হয়ে ঝরি পড়ে ধরণী উপর ॥
সেই রূপ অরিসিংহ যুদ্ধে যুদ্ধে হয়ে বল-হত।
অস্ত্রাঘাতে রক্তপাতে অবশেষে জীবন-বিগত ॥

শেষ সমরে ভীমসিংহের প্রবেশ।

সমরে মরিল জ্যেষ্ঠ কুমার সুন্দর।
শুনি নৃপমণি হন অত্যন্ত কাতর॥
কিন্তু বজ্রাঘাত-প্রায় ক্ষণিক সে শোক।
হৃদয়ে উদয় ধৈর্য্য সূর্য্যের আলোক॥
একে ইস্লামের প্রতি দ্বেষ ঘোরতর।
তাহাতে স্বদেশ-প্রীতি পূর্ণিত অন্তর॥
তাহে কুল-লজ্জা-রক্ষা রাজকুল-ব্রত।
কোন ক্রমে সে কলঙ্ক না হয় সঙ্গত॥
আছে ক্ষত্রিয়ের এই ধর্ম্ম চিরন্তন।
সাক্ষাৎ কৈবল্য-দাতা সমরে মরণ।
বিশেষে আশ্বাস-বারি-ত্যক্ত মনোমীন।
একেবারে জীবনের প্রতি মায়াহীন॥
যেরূপ দীপের আলো ম্লান দিবাভাগে।
সেই রূপ শোক তাপ মনে নাহি লাগে॥
পরদিন পুনঃ রাজা বিহিত আচারে।
রাজ্য-পাটে বরিলেন দ্বিতীয় কুমারে॥
তিন দিন অবসানে পাঠালেন রণে।
মরিল কুমার যুদ্ধ করি প্রাণপণে॥

এই রূপে একে একে দশ পুত্র হত।
ঘোরতর বিগ্রহেতে মাসাধিক গত॥
শ্রীহীন চিতোরপুরে দিনে অন্ধকার।
কেবল বিশ্রুত রমণীর হাহাকার॥
যে ছিল পুরুষ মাত্র রাজ-সন্নিধান।
চিতোর হইল নারী-রাজ্যের সমান॥
একদা বসিয়া ভীমসিংহ দরবারে।
কহিছেন সম্বোধিয়ে যত সরদারে॥
"মরিল সকল পুত্র বাকী মাত্র এক।
করিব তাহারে অদ্য রাজ্যে অভিষেক॥
তারে রাখি রাজ্য-পাটে আমি যাব রণে।
লভিব অক্ষয় স্বর্গ জীবন-অর্পণে॥
শত্রু-হস্তে পরিত্রাণ হেতু নারীগণ।
প্রাণত্যাগ করিবেক প্রবেশি দহন॥"
শুনিয়ে অজয়সিংহ পিতার বচন।
করপুটে ভূপতিরে করে নিবেদন॥
"অনুচিত কথা কেন কন মহারাজ?
এবার সমর-সজ্জা সেবকের কায॥
এই তো কালীর বাণী আপনার প্রতি।
না দিলে এগারো পুত্র নাহি অব্যাহতি॥

আপনি যাবেন যদি সাজিয়ে সমরে।
কহ তাত মঙ্গল হইবে কার তরে ?
কি ছার আমার এই অসার জীবন ?
তব-নাশে রাজ্য-আশে করিব বঞ্চন ?
অনুমতি দেহ পিতা রণে যাই আমি।
তব কার্য্যে প্রাণ ত্যাজি, হই স্বর্গগামী ৷৷”
শুনিয়ে পুত্রের কথা সজল নয়নে।
কহিলেন ভীম সিংহ অমিয় বচনে ৷৷
“কেন বাপ্ অযুক্ত কথার আস্থা রাখ।
প্রবোধ-চন্দনে স্বীয় মন-পুষ্প মাখ ৷৷
দেখ দেখি বিচারিয়ে মনের ভিতর।
কি আছে মঙ্গল মম ইহার অন্তর ?
মরিল সকল লোক জ্ঞাতি বন্ধুগণ।
পুত্র হত, পত্নী হত, চ্যুত সিংহাসন ৷৷
প্রবল বিজয়ী বৈরী ঘোর অত্যাচারী।
সর্ব্বস্বান্ত হয়ে তার কি করিতে পারি ?
অতএব আমার মঙ্গল কোথা আর ?
মরণ মঙ্গল মম এই জান সার ৷৷”
এইরূপে পিতা পুত্রে বাদ অনুবাদ।
উভয়ের মনে, প্রাণ প্রতি অবসাদ ৷৷

শেষেতে রাজার বাক্য হইল প্রবল।
“সাজ সাজ” শব্দে পূর্ণ আকাশ-মণ্ডল ৷৷

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য।

“স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায় !
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ সুখ তায় !
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে,
ক্ষত্রিয়-তনয় ৷৷
তখনি জ্বলিয়ে উঠে হৃদয়-নিলয় হে,
হৃদয়-নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয় ?

অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ ॥
চল চল চল সবে সমর-সমাজ হে,
সমর-সমাজ।
রাখহ পৈতৃক ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কায হে,
ক্ষত্রিয়ের কায ॥
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার হে,
রাজপুতনার।
সঙ্কল শরীরে ছুটে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার ॥
সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,
বাহু-বল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার ॥
কৃতান্ত-কোমল-কোলে আমাদের স্থান হে,
আমাদের স্থান।
এসো তায় সুখে সবে হইব শয়ান হে,
হইব শয়ান ॥

কে বলে শমন-সভা ভয়ের নিধান হে,
ভয়ের নিধান?
ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম*, বেদের বিধান হে,
বেদের বিধান ॥
স্মরহ ইক্ষ্বাকু-বংশে কত বীরগণ হে,
কত বীরগণ।
পরহিতে, দেশহিতে, ত্যাজিল জীবন হে,
ত্যাজিল জীবন ॥
স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি-বিবরণ হে,
কীর্ত্তি-বিবরণ।
বীরত্ব-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে,
ক্ষত্রিয়-নন্দন?
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে;
তুল্য তার নাই ॥
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,
চিতোর না পাই।

* যম সূর্য্যের পুত্র; এবং ক্ষত্রিয়দিগের আদি পুরুষও সূর্য্যপুত্র।

স্বর্গসুখে সুখী হব, এসো সব ভাই হে,
এসো সব ভাই ॥”
শুনিয়ে সাজিল লোক কিবা যুবা শিশু।
যে ছিল নিপুণ চাপে যুড়িবারে ইষু ॥
“মার, মার” শব্দ করি সকলে চলিল।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল ॥
পাবকে পতঙ্গ যথা পড়ে বেগভরে।
ছুটিল তুরঙ্গী-সেনা করবাল করে ॥
যেন উৎস বদ্ধ ছিল শেখর গহ্বরে।
পর্ব্বতের বক্ষঃ ভেদি ধাইল সত্বরে ॥
উড়ে পর-শুভ্রতর টোপর উপর।
স্রোত মুখে ফেনরাশি যেন অগ্রসর ॥
কভু ঊর্দ্ধে কভু নাচে হয়-চয় ধায়।
তরল তরঙ্গ-রঙ্গ শোভা হৈল তায় ॥
কোষমুক্ত অসি-পুঞ্জ ধক্ ধক্ জ্বলে।
দিনকর-কর যেন জাহ্নবীর জলে ॥
ওদিগে যবন উঠে একেবারে রেগে।
ধাইল বিপক্ষ প্রতি ঘোরতর বেগে ॥
যেন দুই প্লাবিত পয়োধি অঙ্গ ঢালে।
মিলিল ভয়াল শব্দে প্রলয়ের কালে ॥

পদ্মিনী স্থানে রাজার বিদায় গ্রহণ।

হেথা ভীম সিংহ রায়, কদম্ব-কুসুম-প্রায়,
লোমাঞ্চ শরীর বীরবর।
প্রবেশিয়ে অন্তঃপুরে, নয়ন নীরদ ঝুরে,
নীরস হইল বিম্বাধর ॥
উপনীত হন তথা, পদ্মিনী রূপসী যথা,
সখি-সহ করেন রোদন।
বিমুক্ত কুন্তল-জাল, অশ্রু-ধারা মুক্তামাল,
সুশোভিত পূর্ণেন্দু বদন ॥
নিরখিয়ে নৃপতিরে, উঠে রাণী ধীরে ধীরে,
বসাইয়ে বিচিত্র আসনে ;
জিজ্ঞাসেন মৃদু ভাষে, বসিয়ে রাজার পাশে,
“আজি হে উদয় কি কারণে ?
দশ নন্দনের মায়া, কেমনে সহিল কায়া;
ছায়া-প্রায় ছিল হে তোমার।
রণশায়ী পুত্রগণ, আছে মাত্র এক জন,
প্রিয় শিশু অজয়-কুমার ॥
আর কেন হে রাজন, বলি দিবে সেই ধন,
ব্যান-মাতা রাক্ষসীর পায় ?

পুনীয় পিণ্ডের স্থল, কে আর রহিল বল?
বাপ্পা-রাও-বংশ লোপ-প্রায় ।।
ক্ষমা দেহ নরপতি, সমরে করহ গতি,
আর পাঠায় না সে সন্তানে ।
তুমি যাও রণ-স্থলে, আমি স্বীয় দলে বলে,
অনলে প্রবেশি ত্যজি প্রাণে ।।”
রাণীর বচনে রায়, চিত্র পুত্তলিকা-প্রায়,
মৌনী হয়ে ক্ষণেক থাকিয়া ।
কহিছেন মৃদু স্বরে, বিকচ কমলোপরে,
মলয়জ অনিল জিনিয়া ।।
“শুন শুন প্রাণ প্রিয়ে, যুড়াল তাপিত হিয়ে,
সুধাসিক্ত তোমার কথায় ।
যা কহিলে কৃশোদরি, সেই কথা স্থির করি,
আসিয়াছি লইতে বিদায় ।।
এ বিদায় জন্ম-শোধ, প্রণয়-পঙ্কজ-রোধ,
ইহলোকে তোমার আমার ।
যদি পূরে মনস্কাম, প্রাপ্ত হয়ে যোগ্য-ধাম,
মিলন হইবে পুনর্ব্বার ।।
হের অই প্রাণ প্রিয়ে! দিনকরে আবরিয়ে,
প্রকাশিছে যথা জলধর ।

সেই রূপ মম সঙ্গ, তোমার ললিত অঙ্গ,
মলিন করিল নিরন্তর ।।
প্রথম মিলন কালে, প্রমোদ-প্রসূন-মালে,
বিভূষিত ছিল তব মন ।
সে ভাব কোথায় হায়? অশ্রুজলে ভেসে যায়,
কপোল কমল বিমোহন ।।
আর না যাতনা ঘোরে, মলিন করিব তোরে,
যাই প্রিয়ে দেহ লো বিদায় ।
অই দেখ জলধর, পরিহরি দিনকর,
দিগ্ দিগন্তরে দ্রুত ধায় ।।”
এত বলি মহাবাহু, শশধরে যথা রাহু,
মহিষীরে লইলেন কোলে ।
চারি চক্ষে ঝরে জল, প্রজ্বলিত দুঃখানল,
বাড়ব যেরূপ বারি তোলে ।।
যথা দিবা অবসানে, বিদায় প্রেয়সী-স্থানে,
কাতরেতে চাহে চক্রবাক্ ।
সেই রূপে মতিমান, বিদায় লইয়া যান,
রাজপুরে রোদনের জাঁক্ ।।
পদ্মিনী অস্থিরা মন, ডাক দিয়া দাসগণ,
আজ্ঞা দেন সাজাইতে চিতা ।

ক্ষত্রিয় রমণীগণে, সুমধুর সম্বোধনে,
ডাকিলেন হয়ে প্রফুল্লিতা ॥

অগ্নি-প্রবেশ।

দেখ, পথিক সুজন ।
যেই স্থানে পদ্মিনীর, কলেবর সুরুচির,
দাহন করিল হুতাশন ॥
গিরি, গুহার ভিতর ।
না চলে ভানুর ভাতি, তমোময় দিবা রাতি,
আছে পুরী অতি ভয়ঙ্কর ॥
তাহে, করিছে নিবাস ।
মোরী-কুলং* প্রসবিনী, ভীম-রূপা ভুজঙ্গিনী,
সহ স্বীয় সঙ্গিনী-সংকাশ ॥
হেন, সাহসী কে হয় ?
অতিক্রম করি দ্বার, প্রবেশে ভিতরে তার,
সদা বহে বায়ু বিষময় † ॥

* বাপ্পা রাওর মাতুল-কুল নাগ-বংশ্য, নাগমাতার শরীরের একার্দ্ধ মনুষ্যাকার এবং অপরার্দ্ধ ভুজঙ্গাকার, এই রূপে বর্ণিত আছে।

† বোধ হয় গুহা-গুপ্ত-গৃহ মধ্যে কার্বনিক্ আসিড্ গ্যাস্ নামক ক্ষারাম্ল-প্রধান বাস্প-বায়ুর আবির্ভাব

এই, গুহার নিকট ।
হল্যো চিতা আয়োজন, আবির্ভূত হুতাশন,
কালানল স্বরূপ বিকট ॥
পরি, বসন ভূষণ ।
হইলেন উপনীত, রাখিতে কুলের হিত,
সহস্র সহস্র রামাগণ ॥
আগে, পদ্মিনী আসিয়া ।
সকলেরে সম্বোধিয়া, সুসাহস সম্বর্দ্ধিয়া,
কহিছেন হাসিয়া হাসিয়া ॥

সহচরীদিগের প্রতি উৎসাহ-বাক্য।

"এসো এসো সহচরীগণ,
এসো সহচরীগণ !
হুতাশন-গ্রাসে করি জীবন অর্পণ ॥
ধর সবে মনোহর বেশ,
বাঁধ বিনাইয়ে কেশ ।
চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ ॥
ওরে সখি আজি রে সুদিন,

থাকিবেক, তাহা প্রাণী মাত্রের প্রাণহারক ইহা প্রসিদ্ধই আছে। কর্ণেল টড্ এতাবৎ আশঙ্কা ক্রমে তন্মধ্যে প্রবেশ করেন নাই।

ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন।
শুধিব জীবন-দানে পতি-প্রেম-ঋণ ॥
আজি অতি সুখের দিবস,
পাব সুখ মোক্ষ যশ।
বিবাহের দিন নহে এরূপ সরস ॥
পরিণয়-প্রমোদ-উৎসবে,
ভেবে দেখ দেখি সবে।
পতি যে পদার্থ কিবা কে জানিতে তবে ?
সবে তবে ছিলে লো বালিকা,
যথা মুদিতা মালিকা।
অলি যে আনন্দদাতা জানে কি কলিকা ?
সকলেতে জেনেছ এখন,
পতি অতি প্রাণধন।
যার জন্যে যুবতীর জীবন যৌবন ॥
হেন ধন নিধন অন্তরে,
এই ছার কলেবরে।
রাখিবে এছার প্রাণ আর কার তরে ?
বিশেষতঃ যবনের ঠাঁই,
কোন রূপে রক্ষা নাই।
ভাবিলে ভাবীর দশা মনে ভয় পাই ॥

সতীত্ব সকল ধর্ম্মসার,
যার পর নাই আর।
যুগে যুগে ক্ষত্রিয়ের এই ব্যবহার ॥
অতএব এসো লো সকলে,
গিয়ে প্রবেশি অনলে।
যথা পতি তথা গতি লোকে যেন বলে ॥
স্বর্গগত রাজপুত্র সবে,
প্রাণ ত্যজিয়া আহবে।
বিহরিছে নিত্যধামে আনন্দ উৎসবে ॥
তোমাদের আসার আশায়,
আছে চাতকের প্রায়।
তোমরা জগতে রবে কার ভরসায় ?
সকলের পরীক্ষা হইবে,
ভাল ঘোষণা রহিবে।
কে কেমন পতিব্রতা লোকেতে কহিবে ॥
এসো যাই অমর-নগরে,
সবে আনন্দ অন্তরে।
বিলম্ব উচিত নহে এসো লো সত্বরে ॥” —
এত বলি নৃপতিললনা,
পতি-ভক্তি পরায়ণা।
দিবাকরে করে স্তব কুরঙ্গনয়না ॥

স্তোত্র।

“জয় সুরপতি ভাস্কর!
সমুদয় সুখ-পুষ্কর!
ধরম-করম-রক্ষক!
সকল-চরিত-লক্ষক!
কলুষ-কলস-ভেদক!
ভব-ভয়-চয়-ছেদক!
সুমতি সুরতি চালক!
সুবিনত জন-পালক!
তিমির তুহিন মোচন!
জয় জয় বিভুলোচন!
ফুল-ফল-দল-জীবন!
জলধর-তনু-সীবন!
খর তর কর বর্ত্তন!
জয়দ জয় বিকর্ত্তন!
উদয়-অচল-শোভন!
কমল-নলদ-লোভন!
নৃপকুল-চয়-আকর!
প্রণত পতিত, যা কর!

মুহি তুহ কুল-কামিনী।
হর মম দুঃখ-যামিনী।।”
পরে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করি,
পতি-পদাম্বুজ স্মরি।
প্রবেশে প্রোজ্জ্বল চিতা সাহসে নির্ভরি।।
অস্তাচলে করিলে গমন,
যথা রোহিণী-রমণ।
একে একে প্রভাতে অদৃশ্য তারাগণ।।
সেই রূপ পদ্মিনীর পরু,
পুরবাসিনী-নিকর।
অনলে প্রবেশ করি ত্যাজে কলেবর।।
হল্যো অতি দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
ভাবে শীহরে অন্তর।
প্রচণ্ড দহন-শিখা পরশে অম্বর।।
চট্ চট্ মহা শব্দ হয়,
ধূম পূর্ণ পুরীময়।
চন্দন গুগ্গুলু গন্ধে সমীরণ বয়।।
রণ-স্থলে ভীম সিংহ রায়,
অগ্নি দেখিবারে পায়।
জানিল পদ্মিনী সতী ত্যাজিলেন কায়।।

যেন নিষাদের খর শরে,
জর জর কলেবরে।
মৃত্যুকালে কুরঙ্গ গরজে ঘোর স্বরে ॥
তাহে যদি করে দরশন,
কুরঙ্গিণীর নিধন।
বিষম বিক্রম মৃগ প্রকাশে তখন ॥
সেই রূপ মহারাণা ভীম,
হৃদে সন্তাপ অসীম।
চরম সময়ে যুদ্ধ করে অতি ভীম ॥
কত শত শত শত্রু পড়ে,
যেন প্রলয়ের ঝড়ে।
পতিত অসংখ্য তরু স্খলিত শিকড়ে ॥
অবশেষ শক্তিশূন্য কায়,
সিন্ধু-ছাড়া তিমি-প্রায়।
পড়িল বীরের চূড়া ভীমসিংহ রায় ॥

চিতোরাধিকার।

মালঝাঁপ।

মুসল্মান, বেগবান, হয় যান, চাপে।
অনুক্ষণ, নিযোজন, প্রহরণ, চাপে ॥

সমুজ্জ্বল, ঝলমল, মুক্তাফল, তাজে।
কত ঝল্ল *, বীর মল্ল, হাতে ভল্ল, ভাঁজে ॥
ফলকের, ঝলকের, আলোকের, ছাঁদ।
যেন জ্বলে, সিন্ধুজলে, তারাদলে, চাঁদ ॥
কটাকট্, চট্ চট্, পট্ পট্, শব্দ।
মার মার, শোর শার, চারি ধার, স্তব্ধ ॥
কাটিয়ার †, আসোয়ার, তরবার, হস্তে।
টানিতেছে, হানিতেছে, আনিতেছে, দস্তে ॥
কেবাড়ের, ধারে ফের, দেওড়ের, জাঁক।
দুড় দুড়, হুড় মুড়, গুড় গুড়, ডাক ॥
এক দিকে, মঞ্জনিকে ‡ মারে ঝিঁকে, খেয়ে।
দুড় দাড়, হুড় মাড়, পড়ে চাড়, পেয়ে ॥

---

* ইহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, রাজপুতনায় অদ্যাপি ঝাল্লা নামে প্রসিদ্ধ। আলাউদ্দীন চিতোরাধিকার সময়ে সর্ব্বাগ্রে সেই ঝল্ল বংশীয় ঝালোর প্রদেশীয় রাজা মল্লদেবকে হস্তগত করিয়া চিতোরের শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া যায়।

† রাজপুতনার অন্তঃপাতি প্রদেশ বিশেষ। উক্ত প্রদেশীয় প্রসিদ্ধ ঘোটকগণ তন্নামেই খ্যাত হয়।

‡ দুর্গের প্রাচীর বা দ্বারাদি ভঞ্জন করণার্থ ঢেঁকী কলের সদৃশ যন্ত্র বিশেষ, ইহাকে ইংরাজিতে 'ব্যাটেরিং র‍্যাম' কহে।

চূউ চির, দেহড়ীর, খিড়কীর, পাল্লা !
যত বলী, কুতূহলী, মুখে বলি, আল্লা ॥
ঢোকে গড়, যেন ঝড়, দড় বড়, কোরে।
আঁখি লাল, সুবিশাল, কি কুলাল, ঘোরে॥
সমুদয়, দেবালয়, করে লয়, রাগে।
ছাড়ে দেহ, ছাড়ি গেহ, নাহি কেহ, ভাগে॥

নিহত নিকর শূর, পড়িল চিতোর পুর,
হিন্দু-সূর্য্য অস্তগিরি-গত।
দাসত্ব দুর্জয় ক্লেশ, রাজ-স্থানে * সমাবেশ,
তাপ-তমস্বিনী পরিণত ॥
যখন যবন আসি, সমর-তরঙ্গে ভাসি,
পৃথুরাজে পরাভূত করে।
হিন্দুর প্রতাপ লেশ, যাহা কিছু অবশেষ,
ছিল মাত্র চিতোর নগরে॥
যথা ঘোর অমানিশা, তমঃ-পূর্ণ দশ দিশা,
আকাশে জলদ আড়ম্বর।
মেঘহীন একদেশে, বিমল উজ্জ্বল বেশে,
দীপ্তি দেয় তারক সুন্দর ॥

* রাজপুতনা দেশের নামান্তর।

অথবা তরঙ্গ রঙ্গ, জলধির অঙ্গ সঙ্গ,
স্রোতে হয় তৃণ তিন খান।
তমোময় সমুদয়, কিছু নাহি দৃষ্ট হয়,
পরিক্লান্ত পোতপতি প্রাণ ॥
বিপদ-বারণ-হেতু, শৈলোপরি যেন কেতু,
প্রদীপ্ত আলোকে শোভা পায়।
সেরূপ ভারত-দেশে, স্বাধীনতা-সুখ শেষে,
ছিল মাত্র রাজপুতনায়॥
কি হইল হায় হায়! সে নক্ষত্র লুপ্তকায়,
নিবিল সে আলোক উজ্জ্বল।
যবনের অহঙ্কার, চূর্ণ হয়ে কত বার,
এই বার হইল সফল * ॥
চিতোরের অনুগত, সামন্ত ভূপতি যত,
একে একে স্বাধীনতা-চ্যুত।
সোলাঙ্কি প্রমরা হার, পুরীহর আদি আর,
শুদ্ধ বংশ কত রাজপুত ॥

---

* ইতঃ পূর্ব্বে মুসলমানেরা চিতোর অধিকার করণার্থে বার বার, উদ্যোগ পাইয়াও অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে নাই।

কোথায় অবন্তী আর? কোথা দেব-গিরি ধার?
কোথায় মন্দোর হারাবতী?
আলাউদ্দীনের দণ্ড, করে সব লণ্ড ভণ্ড,
কি বর্ণিব যে হল্যো দুর্গতি ॥
ভাঙ্গিয়া পাড়িল যত, দেবালয় শত শত,
শিল্পচাতুরীর একশেষ।
লুটে নিল সব ধন, চিতোরের সিংহাসন,
ছত্র দণ্ড অস্ত্র রাজবেশ ॥
পোড়াইয়ে ছার খার, করিলেক ঘর দ্বার,
বাদশার আদেশে কেবল।
পদ্মিনীর মনোহর, অট্টালিকা পরিকর,
নষ্ট না করিল দুষ্ট দল ॥
হের হে পথিক জন! অদ্যাপি সে সুশোভন,
অট্টালিকা আছে বর্ত্তমান।
সরসীর গর্ভথেকে, নীরদে * মস্তক ঢেকে,
উঠিয়াছে পর্ব্বত-প্রমাণ ॥

* রাজপুতনা প্রদেশে রাজাট্টালিকার নাম "বাদল মহল" যে হেতু ঐ সকল প্রাসাদ পর্ব্বত শেখরোপরি নির্ম্মিত। বিশেষতঃ মেওয়ার অর্থাৎ মেরুদেশের পূর্ব্বরাজধানী চিতোর এবং আধুনিক রাজধানী উদয়পুরের রাজবাটী অত্যুচ্চ- গিরি-চূড়ায় স্থাপিত। উদয়পুরের ভূপনিলয় দুই সহস্র পাদ উচ্চ শৈলো-

কি হইল হায় হায়! কোথা সব মহাকায়,
তেজঃপূত রাজপুতগণ?
প্রভাতে উঠিয়ে তারা, যুঝিয়ে দিবস সারা,
প্রদোষেতে মুদিল নয়ন ॥
কে ভাঙ্গিবে সেই ঘুম? ঘোর কালানল ধূম,
ঘেরিয়াছে পলকের দ্বার।
মুদিয়াছে হৃদ্‌পদ্ম, বীরত্ব মধুর সদ্ম,
নাহি তাহে শ্বাসের সঞ্চার ॥
ধরাতলে লোটাইয়ে, নাসারন্ধ্র পসারিয়ে,
তুরঙ্গ পতিত শত শত।

পরি প্রস্তুত, সুতরাং এই সকল নৃপনিকেতনকে "বাদল মহল" অর্থাৎ মেঘ-মন্দির পদে বাচ্য করা অযথা নহে। সেই সকল মন্দির চূড়ায় সর্ব্বদাই মেঘাবির্ভাব হয়। ভারতবর্ষে এই রূপ শৈলশিরে রাজগৃহ নির্ম্মাণ করণের রীতি অতি পুরাতনী, মহাত্মা মনু উক্ত প্রকার নিয়মে পুরী নির্ম্মাণার্থ রাজাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, এবং শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকে এই রূপ মেঘ-মন্দিরের নির্দ্দেশ আছে। প্রত্যুত, নির্ব্বিঘ্নতা এবং সুস্থতা কল্পে এবম্প্রকার স্থানে বাস করা যে অতি হিতকর তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, এতদ্দেশে ইউরোপীয়েরা অসুস্থ হইলেই দার্জিলিং বা সিমলা অথবা নীলগিরিতে প্রবাস করিতে যান। পদ্মিনীর প্রাসাদের প্রতিরূপ টড্ সাহেবের গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে, আমাদিগের নিতান্ত মানস ছিল তাহা এই গ্রন্থে প্রদান করি, কিন্তু উপযুক্ত শিল্পীর অভাবে সেই মানস পূর্ণ করিতে পারিলাম না।

বিস্ফারিত তবু তায়, শ্বাস নাহি আসে যায়,
চিবুকেতে রসনা নির্গত ॥
ধুনিত কার্পাস-প্রায়, ফেন,লালে শোভা পায়,
নবীন শ্যামল দূর্ব্বাদল।
মরকত বিজটায়, কিবা শোভে প্রতিভায়,
গুচ্ছ গুচ্ছ ক্ষুদ্র মুক্তাফল ॥
অদূরে আরোহী তার, প্রদোষের পদ্মাকার,
আধ বিমুদিত নেত্রে পড়ি।
যে তনু কাঞ্চন সম, ছিল প্রিয়া প্রিয়তম,
ধূলায় যেতেছে গড়াগড়ি ॥
যে অধর সুধাধর, যে নয়ন ইন্দীবর,
ছিল প্রেয়সীর প্রিয়ধন।
সেই অধরেতে আসি, বায়সী সুখেতে ভাসি,
চঞ্চে চঞ্চু করিছে ঘাতন!
হত হিন্দু নৃপমণি, উঠে জয় জয় ধ্বনি,
যবনের শিবির ভিতর।
আনন্দ-জলধি পর, ভাসিলেক দিল্লীশ্বর,
ব্যস্ত হয়ে প্রবেশে নগর ॥
এই ভাবে গদ গদ, ধরি পদ্মিনীর পদ,
পরিহার লইব মাগিয়া।

যাতনা হইল দূর, লয়ে যাব দিল্লীপুর,
কত দুঃখ তাহার লাগিয়া ॥
রূপসী পঙ্কজহ্রদ, এ পদ্মিনী কোকনদ,
তথায় মহিষী পদ লবে।
সর্ব্বোপরি যাঁর স্থান, কমলা দেবীর * মান,
এই বার লঘুকল্প হবে ॥
এই রূপ করি কল্প, প্রবেশি প্রধান তল্প,
পদ্মিনীর অন্বেষণ করে।
মহলে মহলে ধায়, কিছু না দেখিতে পায়,
গৃহ-সজ্জা আছে থরে থরে ॥
জানি শেষ সমাচার, হতাশ হুতাশ স্যার,
ললাটেতে প্রহারয় পাণি।
বাষ্প বহে দু নয়নে, আত্ম-নিন্দা মনে মনে,
গুরু পাপে গুরুতর গ্লানি ॥

---

* ইনি গুজরাট অধিপতির মহিষী ছিলেন। আলা উদ্দীন নেহারওয়ালা অধিকার পূর্ব্বক উক্ত ভূপতির অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে কুলকামিনীগণকে হরণ করিয়া লইয়া আইসে। কমলা দেবী অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী ছিলেন, তজ্জন্য আলা তাঁহাকে প্রধানা মহিষী করে, এবং তদবধি হিন্দু নৃপতি ললনাগণ হরণে লোলুপ হয়।

যে যত দুর্ম্মতি হোক, পরদুঃখে গত-শোক,
কিন্তু কুকর্ম্মেতে নাহি পার।
কুকীর্ত্তি হইলে শেষ, মানসে উদয় ক্লেশ,
অলংঘ্য নিয়ম বিধাতার ॥
কহিল আমীরগণে, "জান দেখি সযতনে,
কে আছে ভীমের বংশে আর।
হইয়াছে যা হবার, অন্বেষণ কর তার,
সমুচিত শেষ প্রতীকার ॥
করি তাহে লাল-বন্দী, পাতিয়ে প্রণয় সন্ধি,
দিল্লীপুরে করিব প্রয়াণ।"
শাহের আদেশ পেয়ে, দূতচয় যায় ধেয়ে,
খিজয়ের করিতে সন্ধান ॥
খুঁজিল সকল স্থল, গিরি গুহা শিলাতল,
ঝুড়ি ঝোপ বন উপবন।
না পাইল তত্ত্ব তার, শূন্যময় নৃপাগার,
ফিরে গেল সম্রাট্-সদন ॥
ওখানে বিজয় শূর, ত্যজিয়ে চিতোরপুর,
পিতৃশব সঙ্গেতে লইয়া।
পুষ্করে সৎকার করি, হৈল বীর দেশান্তরী,
ভীলবারা প্রদেশে যাইয়া ॥

রাহুগ্রস্ত শশী প্রায়, ম্লান মনে ফেরে রায়,
সঙ্গে লয়ে যত পরিবার।
কি বর্ণিব সে সকল, বাহুল্য-বর্ণন ফল,
সিন্ধুসম সীমা নাই তার ॥
যত সব রাজপুত্র, বীরত্ব ধীরত্ব সূত্র,
নৃপ-বংশ সমাজে প্রধান।
বলবীর্য্যে নাই তুল, যার ভয়ে অরিকুল,
চির দিন ছিল কম্পমান ॥
পরম পৌরুষ বল, সাহস সুখের স্থল,
স্বাধীনতা আনন্দ আকর।
অগণিত অসম্ভব, গুণরত্নরাজী সব,
বিভূষিত যত বীরবর ॥
তাঁহাদের কীর্ত্তি ভানু, দিন দিন পরমাণু,
প্রাপ্ত হয় কালের দশনে।
বিনাশে নিস্তার পায়, আছে মাত্র সদুপায়,
কবিতার অমৃত সিঞ্চনে ॥
করাল কালের কাণ্ড, যেন সদা ক্রীড়া-ভাণ্ড,
এ ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত তাহার।
কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
তার কাছে সব একাকার ॥

সিংহাসন-অধিষ্ঠাতা, শিরোপরে হেম ছাতা,
ধাতা প্রায় প্রতাপ যাঁহার।
তাঁহার যে রূপ গতি, অন্নদাস ছন্নমতি,
মরণেতে তারো সে প্রকার ॥
যে পথে মান্ধাতা গত, কোটি কোটি কত শত,
সেই পথে যায় দীনগণ।
মান্ধাতা, মনুর জন্য, নাহি আর পথ অন্য,
এক পথ আছে চিরন্তন ॥
থাকে কিছু কীর্ত্তি লেশ, নাম মাত্র থাকে শেষ,
সেহ শুদ্ধ কবির কল্যাণে।
কে জানিত যুধিষ্ঠিরে, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণবীরে,
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে ॥
কোথায় মাহিষমতী, কোথা বা সে দ্বারাবতী,
কোথায় হস্তিনা শৌরসেনী ?
কোথায় কৌশাম্বী আর ? কিবা চিহ্ন আছে তার?
বহে যথা তটিনীর শ্রেণী * ॥

* সম্প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, কৌশাম্বী-পুরী প্রয়াগের নিকট করা নামক স্থানে স্থাপিত ছিল।

যেই পথে তারা গত, সেই পথে অবনত,
ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম।
পাতার কুটীর বলি, কভু কাল মহাবলী,
করে নাই স্বতন্ত্র নিয়ম ॥
মধুমাসে মনোহর, সৌরভেতে ভর ভর,
প্রফুল্ল ফুলের কত শোভা।
কিন্তু দেখ নিরখিয়ে, ক্ষণে যায় শুকাইয়ে,
ক্ষোভিত ক্ষুধিত মধুলোভা ॥
কালের নাহিক বোধ, নাহি মানে উপরোধ,
বড় সুখে, বড় রূপে, বাদী।
সুখ-পুষ্প যথা ফুটে, অতি বেগে তথা ছুটে,
কট মট বিকট নিনাদী ॥
কিবা চারু রূপধর, কিবা বহু ধনেশ্বর,
কিবা যুবা নানা গুণধর।
কালের সুভোগ্য সব, হয় তার মহোৎসব,
পেলে হেন খাদ্য পরিকর ॥
শোক তাপে জরা যেই, তাহার বিপক্ষ নেই,
কঙ্কাল তারে চিবায় সঘনে।
এমন নিদয় আর, ত্রিজগতে মেলা ভার,
শীহরিত শরীর, স্মরণে ॥

হাঁরে রে নিষাদ-কাল! একি তোর কর্ম্মজাল,
শোভা না রাখিবি ভব-বনে।
যথা কিছু দেখ ভাল, না ঠাহর ক্ষণ কাল,
জালে বদ্ধ কর সেই ক্ষণে॥
ওরে ও কৃষক কাল! কি কর্ষিছে তব হাল?
জঞ্জাল জঙ্গল বৃদ্ধি পায়।
উত্তম বাছের বাছ, ফল প্রদ যত গাছ,
অনায়াসে উপাড়িয়া যায়॥
সুকৃষক যেই হয়, পরিপক্ক শস্যচয়,
সে করে ছেদন সুসময়।
তুই কাল নিদারুণ, নাস্তি জ্ঞান গুণাগুণ,
কাটিছ তরুণ শস্য চয়॥
ধিক কাল কালামুখ! ভারতের কোন সুখ,
না রাখিলি ভুবন-ভিতর।
কোথা সব ধনুর্দ্ধর, কোথা সব বীরবর,
সব খেয়ে ভরিলি উদর॥
কি আছে এখন আর, দাসত্ব শৃঙ্খল সার,
প্রতি পদে বাঁধা পদে পদে।
দুর্ব্বল শরীর মন, ম্রিয়মাণ হিন্দুগণ,
তত্ত্বহীন মত্ত দ্বেষ-মদে॥

ফলতঃ সকলি ভ্রম, ঘোরতর মোহ তমঃ,
সদাচ্ছন্ন মানব নয়নে।
সুখ-সূর্য্য সুবিমল, বিষাদ-বারিদ দল;
পরিবর্ত্ত হয় ক্ষণে ক্ষণে॥
যশোরূপ ইন্দ্রধনু, অসার তাহার জনু,
তনু তনু হয় প্রতি পলে।
কিবা প্রেম কিবা আশা, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বাসা,
আচিরাৎ ভস্ম কালানলে॥
সুখ দুঃখ বলাবল, প্রভুত্ব দাসত্ব বল,
কালচক্রে ঘূরিতেছে সদা।
কভু ঊর্দ্ধে কভু নীচে, কভু আগে কভু পিছে,
এই ভাব দেখ যদা তদা॥
ভারতের ভাগ্য জোর, দুঃখ-বিভাবরী ভোর,
ঘুম-ঘোর থাকিবে কি আর?
ইংরাজের কৃপাবলে, মানস উদয়াচলে,
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার॥
শান্তির সরসী মাঝে, সুখ-সরোরুহরাজে,
মনো ভৃঙ্গ মজুক হরিষে।
হে বিভো করুণাময়! বিদ্রোহ-বারিদ চয়,
আর যেন বিষ না বরিষে॥

১১৬ S.D|D|57

শুন হে পথিকবর! সাঙ্গ হল্যো অতঃপর,
মনোহর পদ্মিনী আখ্যান।
যদি আর থাকে ক্ষুধা, যোগাইব কাব্য-সুধা
এই রূপ হৃদে ধরি ধ্যান ॥

সমাপ্তঃ।

BAGBAZAR BOYS' READING CLUB.
CALCUTTA.